NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

জঙ্গলমহলে মাওবাদী নয়, কমিশনের চ্যালেঞ্জ হাতি ৬

কলকাতা ২৫ মে ২০২৪ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.5.2024, Vol.17, Issue No. 342, 8 Pages, Price 3.00

আজ লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফা, বঙ্গে ৮ আসনে ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় দেশের সাতটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৮টি নির্বাচনী এলাকার ভোট হবে। লোকসভা নির্বাচনের ৬ষ্ঠ পর্বে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট হচ্ছে বিহার (৮টি আসন), হরিয়ানা (সব ১০টি আসন), জম্মু ও কাশ্মীর (একটি আসন), ঝাড়খণ্ড (৪টি আসন), দিল্লি (সমস্ত ৭টি আসন), ওডিশা (৬টি আসন), উত্তরপ্রদেশ (১৪টি আসন) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৮টি আসন)।

রাজ্যে পাঁচ দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে। ভোট ষষ্ঠীতে সেই আবহ বজায় রাখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। এদিন সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হতে চলেছে লোকসভার আটটি লোকসভা কেন্দ্রে। এই পর্বে ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে ভোটগ্রহণ। এই পর্বে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিকভাবে হাই ভোল্টেজ পূর্ব মেদিনীপুর ও একদা মাওবাদী অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুরের উপরে বিশেষ নজরদারি রেখেছে। ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ রাখতে বিপুলসংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েছে ওই দুই জেলায়। তা সত্ত্বেও তমলুক কেন্দ্রের অধীন নন্দীগ্রামে এক বিজেপি কর্মকর্তার মায়ের খুন নিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। এর ফলে সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে কমিশনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনও বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারদের র‍্যাফের সঙ্গে ইইএফআর মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে শুধু নন্দীগ্রাম নয় সব কেন্দ্রের জন্যই বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট যাতে কোনওভাবেই ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আগেই জানানো হয়েছে যে, ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে কমিশন বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই দফায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করেছেন। রাজ্যে মোট ৯১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কুইক রেসপন্স টিম রাখা হচ্ছে ৮৯২টি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোতায়েন রাখা হচ্ছে ২১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পূর্ব মেদিনীপুরের জন্য রাখা হচ্ছে ২৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাঁকুড়ার জন্য ১৭৮ কোম্পানি, ঝাড়গ্রামের জন্য ১৩৩ কোম্পানি, পুরুলিয়ার জন্য ১৩৭ কোম্পানি ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একদা মাওবাদী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেক বুথে ১ সেকশন অর্থাৎ ৮ জন কনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে নিরাপত্তার জন্য রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে এই ৮ কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপি জয়ী হয়েছিল ৫ কেন্দ্রে। যথাক্রমে ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর। তৃণমূল জয়ী হয়েছিল কাঁথি, তমলুক এবং ঘাটাল কেন্দ্রে। বিজেপি সূত্রের দাবি, এই বার ওই পাঁচ আসনের সঙ্গে কাঁথি ও তমলুক আসনও এবার তাঁরা তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বিজেপি আগের নির্বাচনে যে পাঁচ আসনে জয়ী হয়েছিল এবার সেই পাঁচ আসনও তাদের থাকবে না। এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচনে এই আট আসনের মধ্যে বাম-কংগ্রেস ইন্ডিয়া মঞ্চের শরিক সিপিআইএম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে। সিপিআই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ঘাটাল ও মেদিনীপুর কেন্দ্রে। পুরুলিয়া এবং কাঁথি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কংগ্রেস। যার মধ্যে তমলুক-সহ একাধিক কেন্দ্রে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী সিপিআইএম।

বাংলাদেশের সাংসদ খুনে গ্রেপ্তার জাহিদের ১২ দিনের হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনার সময় নিউটাউনের অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিল খুনে মূল অভিযুক্ত আমানুল্লাহ। তাকে সুপারি দিয়েছিল মাস্টারমাইন্ড আখতারুজ্জামান শাহিন। ফ্ল্যাটেই ছিল আখতারুজ্জামানের বান্ধবী শিলাস্তা রহমান ও আরও দুই অভিযুক্ত মুস্তাফিজুর ও ফয়জল। ফ্রিজের ভিতর রাখা ছিল দেহাংশ। তাতেও কিছু যায় আসেনি অভিযুক্তদের। পাশের ঘরে বসে সারারাত ধরে চলে মদ্যপান ও খাওয়াদাওয়া। তদন্তে নেমে এমনই বিস্ফোরক তথ্য পেল সিআইডি।

সিআইডি সূত্রে খবর, খুনের পর দেহাংশ ভর্তি দুটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরয় অভিযুক্ত সিয়াম ও জাহিদ। পেশায় কসাই জাহিদ। মাস্টারমাইন্ড আখতারুজ্জামান শাহিনের নির্দেশেই দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে লোপাট করার ব্যবস্থা করে বলেই দাবি জাহিদের। তারা দুজন সাংসদের দেহ টুকরো টুকরো করে কাটে। দেহের মাংস ও হাড় আলাদা করে ছাড়িয়ে নেয়। যাতে তাড়াতাড়ি না পচে তাই দেহাংশে হলুদ মাখানো হয়। মাংস টুকরো করে ফেলে। গুঁড়িয়ে ফেলা হয় হাড়। সিআইডিকে জাহিদ জানায়, সে ও সিয়াম ভাড়া গাড়ি করে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে ভাঙড়ের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশের সাংসদের দেহাংশ বিভিন্ন প্রান্তে ফেলে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে জাহিদকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। আদালতে তোলা হলে ১২ দিনের সিআইডি হেপাজতও হয়েছে তার। সিয়াম সন্দেহে বনগাঁ সীমান্ত থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। জাহিদের দাবি অনুযায়ী, বাসন্তী হাইওয়ের আশপাশে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। দেহাংশ পাওয়া যায়নি।

ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকার খালে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। দেহ খুঁজতে কাজে লাগানো হচ্ছে ড্রোন। তবে এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি।

রেমালের দাপটে গোটা দক্ষিণবঙ্গে ২ দিন ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের সতর্কবার্তা

দুই ২৪ পরগনায় ১০০ কিমি, কলকাতায় ৯০ কিমি বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাগরের উপর তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। আজ সকালে তা পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে। তার জেরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে ঝড়। রবিবার দুই ২৪ পরগনায় অতি ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ১০০-১১০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝড়। দুই জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার কলকাতায় ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনা। সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সাত জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সাত থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সেখানে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। রবিবার গোটা দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই ২৪ পরগনায় লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। সেখানে ঝড়ের সঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়ায় জারি রয়েছে কমলা সতর্কতা। ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রবিবার দক্ষিণের বাকি জেলাতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পূর্ব বর্ধমানে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝড়।

আগামী সোমবারও দুই ২৪ পরগনায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবারের থেকে ঝড়ের গতিবেগ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার ওই দুই জেলায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। সঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদেও সোমবার জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে ঝড়। সেখানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণের বাকি জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা। সেখানেও ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ২৭ মে, সোমবার সকাল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করেছে হাওয়া অফিস। যাঁরা সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছিল, তা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং গত ১২ ঘণ্টায় আরও উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়েছে। এই মুহূর্তে নিম্নচাপের অবস্থান মধ্য বঙ্গোপসাগরে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টায় এই নিম্নচাপ আরও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে এবং শনিবার সকালের মধ্যে তা ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে 'রেমাল'। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিতে পারে। আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে রবিবার মধ্যরাতে তা আছড়ে পড়তে পারে স্থলভাগে। বাংলাদেশের খেপুপাড়া এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের উপকূলে সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে ঢোকার সময় তা প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসাবেই থাকবে।

দু'মাস ধরে কলকাতার একাংশে ১৪৪ ধারা, 'রুটিন' নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার, ২৮ মে থেকে দু'মাসের জন্য কলকাতায় জারি হচ্ছে ১৪৪ ধারা! নোটিস জারি করে তেমনটাই জানালেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। নগরপাল জানিয়েছেন, 'হিংসাত্মক কর্মসূচির ছক' চলছে কলকাতায়। যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বৌবাজার থানা এবং হেয়ার স্ট্রিট থানার অন্তর্গত এলাকাগুলি। গন্ডগোল হতে পারে ধর্মতলার চত্বরও (কেসি দাস মোড় থেকে ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে আসার রাস্তায়)। তাই এই দু'মাস কলকাতার ওই নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে কোন মিটিং, মিছিল, রোড-শো বা অন্য কোনও জমায়েত করা যাবে না। এই দু'মাস কলকাতার ওই নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে পাঁচ জন বা তার থেকে বেশি জনের জমায়েত করা যাবে না বলেও সেই নোটিসে জানানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে, যে দিন থেকে কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি হচ্ছে, ওই একই দিনে কলকাতায় রোড-শো করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। নগরপালের নোটিস জারির পর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি লিখেছেন, মোদিজির রোড-শোকে থামাতেই এমন নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ নতুন নয়। প্রতি দু'মাস অন্তর ওই সীমিত এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। দু'মাস অন্তর সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়। এর আগে চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি এবং তারও আগে গত বছরের ৩০ নভেম্বর, দু'মাসের জন্য কলকাতার ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। জারি করা হয়েছিল তার আগেও। অর্থাৎ এটি 'রুটিন' নির্দেশ।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

থমথমে নন্দীগ্রামে আজ নির্বিঘ্নে ভোট নিয়ে সংশয়

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ভোট নন্দীগ্রামে। তার আগে শুক্রবার থমথমে পরিস্থিতি ছিল সেখানে। তৃণমূল সমর্থকদের ভোট না দিতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। মাইকে করে গ্রামে ঘুরে প্রচারের মতো করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাল্টা বিজেপির দাবি, হারবে জেনেই এরকম ভিডিও পোস্ট করে নাটক করছে তৃণমূল।

ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে। তার আগে বুধবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। বিজেপির মহিলা কর্মীর মৃত দেহ উদ্ধারের পর পরিস্থিতি আরও তপ্ত হয়ে ওঠে। দফায় দফায় বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে নন্দীগ্রামে। রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে, আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়েন।

দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত এলাকায় চলে টহলদারি। রাতে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। চায়ের দোকানে বসে থাকা কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। শুক্রবার সকাল থেকে আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এলাকায় চলতে থাকে পুলিশি অভিযান। তল্লাশি অভিযানের নামে ধরপাকড়ের অভিযোগ ওঠে। এই আবহেই আবার কুণাল ঘোষের ভিডিও-পোস্ট! যদিও কুণাল ঘোষের এদিনের পোস্ট নিয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে লোডশেডিং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, লোডশেডিং করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, তাঁর প্রতিশোধ নেবেন। তার ফল আমরা কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম। যদি কেউ হুমকি দিয়ে থাকে, তাকে চিহ্নিত করুন, গ্রেপ্তার করুন। আসলে পরিস্থিতি তৈরি করে রাখছে। নন্দীগ্রামে তৃণমূল জায়গা পাবে না।'

গত বুধবার রাতে বিজেপির মহিলা কর্মী রথিবালা আড়িকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এই মনসা বাজার রাতারাতিই সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। ষষ্ঠ দফার ভোটযুদ্ধে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে নন্দীগ্রামের মানচিত্রে এই অখ্যাত এলাকাটি। নন্দীগ্রাম-খেজুরি যাওয়ার রাস্তার পাশে এই বাজারে ৮০-৮৫টি দোকান রয়েছে। এলাকাটি বেশ জমজমাট। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেই বাজারে তাণ্ডব চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা। অভিযোগ, বেছে বেছে তৃণমূল সমর্থকদের দোকান বুলডোজার এনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্বালিয়েও দেওয়া হয়েছে কিছু দোকান। সেই সব দোকানের আশপাশে পড়ে রয়েছে পোড়া কাগজপত্র।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুধু দোকানঘর ভাঙচুর করেই ক্ষান্ত থাকেননি বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। এলাকার কিছু তৃণমূল নেতার বাড়িতেও হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সময় যত এগিয়েছে, অশান্তি ছড়িয়েছে গোটা সোনাচূড়া জুড়ে। তার পর থেকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের প্রায় সকলেই ঘরছাড়া! এই পরিস্থিতিতে আজ সোনাচূড়া ভোট কতটা নির্বিঘ্নে হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। মনসা বাজারের এক মহিলা বলেন, 'খুব খারাপ অবস্থা এখানে। পুলিশ, বাহিনী থাকলেও নিরাপত্তা একেবারেই নেই। এ বার হয়তো ভোট দিতেই যাওয়া হবে না।'

গেরুয়া শিবিরের নেতার কাছ থেকে টাকা উদ্ধার

'হারাতঙ্ক রোগে' ভুগছে বিজেপি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মাঝে বারবার বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। ভোটের ঠিক আগেরদিন ঘাটালের দাসপুরের বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, টাকা বিলি করে ভোট কেনার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। যদিও সে অভিযোগ বারবার খারিজ করেছে বিজেপি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এবং মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারমঞ্চ থেকেও টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার তিনি বলেন, 'আমি পুলিশ-প্রশাসনকে বলব নাকা চেকিং করতে। নির্বাচনের জায়গাগুলোতে গাড়িতে করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ঢোকাচ্ছে বিজেপি। আমি প্রশাসনকে বারবার বলব নাকা চেকিং করতে।' এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপিকেও একহাত নেন মমতা। গেরুয়া শিবির 'হারাতঙ্ক রোগে' ভুগছে বলেই দাবি তাঁর। মমতার কথায়, 'কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। আর এখানে বিজেপি হারাতঙ্ক রোগে ভুগছে। শুনুন সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার যদি মোদি ক্ষমতায় আসে, তবে আর কোনও নির্বাচন হবে না। দেশটাকে বিক্রি করে দেবে।

যত শীঘ্র বিজেপি সরকারকে সরানো যায়, ততই মঙ্গল।' কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি মামলায় সম্প্রতি ২৬ লক্ষ চাকরি বাতিল করা হয়। ২০১০ সাল পরবর্তী ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের মতো রায়ও দিয়েছে হাইকোর্ট। দুই ইস্যুতেই গেরুয়া শিবিরকে তুলোধোনা করেন মমতা। বলেন, 'বিজেপি ভাঁওতাবাজ পার্টি। বিজেপি মিথ্যেবাদী পার্টি। বিজেপি পার্টি চাকরি কেড়ে নেওয়ার পার্টি। বিজেপি ধান্দাবাজ পার্টি। মানুষখেকো বাঘের মতো এরা চাকরি খেয়ে নেয়।'

ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল প্রসঙ্গে মমতার তোপ, 'এখন একজন বলছেন, ১৫ লক্ষ ওবিসি কার্ড বাতিল। আমি বলছি বাতিল নয়। এত তাড়াতাড়ি বাতিল করা যায় না। এটা আমরা করেছি অনেক কষ্ট করে। তোমার রায়দান, বিজেপির রায়দান। তোমার রায়কে মানছি না। তোমার রায়কে নিয়ে আমরা উচ্চ আদালতে যাব।' যদিও গত দুদিন ধরে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল ইস্যুতে বারবার সুর চড়িয়েছেন মমতা।

উন্নয়নের পালে হাওয়ার আশায় মথুরাপুরবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

সত্তর দশকের লাল দুর্গ মথুরাপুর এখন পুরোটাই ঢেকেছে ঘাসফুলে। এই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, মগরাহাট পশ্চিমের মতো সাতটি বিধানসভা। যার মধ্যে সাগর ও পাথরপ্রতিমার বেশির ভাগই নদীনালা বেষ্টিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে ভোটারের মধ্যে গ্রামীণ ভোটার বেশি। প্রায় ৯৪ শতাংশ। বাকি ৬ শতাংশ শহর এলাকার। আর শিক্ষিতের হার ৬৭.৭৭ শতাংশ। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে তপসিলি জাতির ভোটার প্রায় ২৯ শতাংশ এবং তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা ০.৫ শতাংশ। এই কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারও কম নয়, প্রায় ৩৫.৫৭ শতাংশ। এছাড়াও রয়েছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটার। যার মধ্যে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৮১ শতাংশ, জৈন ০.০১ শতাংশ ও শিখ ০.০৩ শতাংশ।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Hafizuddin Ahmed S/o. Mohiuddin Ahmed ও Hafizuddin Ahamed S/o. Lt. M. Ahamed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩২২৬ নং এফিডেভিট বলে Rajesh Pathak ও Rajes Pathak S/o. Jaykrishna Pathak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৪৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjal Sinha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Taran Sinha ও Lt. Ram Taran Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৪৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Guin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jugal Kishore Guin ও Lt. J. K. Guin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৪৮৬ নং এফিডেভিট বলে Uday Kumar Kole S/o. Kartick Chandra Kole ও Uday Kr. Koley S/o. K. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৪৮৪ নং এফিডেভিট বলে Samarendra Nath Mal S/o. Ajit Kumar Mal ও Samar Mal S/o. A. Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭ নং এফিডেভিট বলে Manoruddin Haldar S/o. Nasiruddin Haldar ও Monabuddin Halder S/o. N. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Roy S/o. Mritunjay Roy ও Arun Kumar Ray S/o. M. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৪৭৩ নং এফিডেভিট বলে Uday Bhattacharyya S/o. Murari Bhattacharyya ও Uday Bhattacharya S/o. M. Bhattacharya সাং উচাই, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Saraj Basu @ Saroj Basu (old name) S/o. Mahadev Chandra Basu R/o. 61, Tewari Para Lane, Hooghly, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saroj Kumar Basu (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Saraj Basu @ Saroj Basu & Saroj Kumar Basu S/o. Mahadev Chandra Basu সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sanjib Kumar Basu.

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Mahammad Ali Sah (old name) S/o. Sk Dukari Ali R/o. Bharatpur, Talandu, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Mahaammad Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mahammad Ali Sah & Sk Mahaammad Ali D/o. Sk Dukari Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Israil.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুমনং ১৩, পৃষ্ঠা ৪৫৩২ থেকে ৪৫৬৩ দলিল নং ০৩৯১৬-২০১১ সালের, এডিএসআর হাওড়া, আমার মক্কেল শ্রী যশপাল কুমার পিতা শ্রী গোপাল কুমার রায় বর্তমান স্বত্বাধিকারী এর হে ফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিলুয়া থানায় জিডি এন্ট্রি নং ১৩০৯ তারিখ ১৮.০৫.২০২৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সঙ্গীতা চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট
হাওড়া জজেস কোর্ট
৯৮৩০১ ৮৪০৭১

বিজ্ঞপ্তি

In the Ld. Court of the District Delegate, Midnapore, Dist -Paschim Medinipur.
Succession Case No.50/2023
প্রসেনজিৎ লাহা দীং .....দরখাস্তকারীগন

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, মেদিনীপুরের কুইকোটা সাকিনের অধিবাসী মৃত রতন চন্দ্র লাহা, পিতা - ৺নারায়ন চন্দ্র লাহা, গত ইং ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে নিম্নলিখিত তপশীলে বর্নিত U.B.I ও P.N.B এবং Medinipur Head Post Office এ মোট ১৩টি Account এ কতক অর্থ রাখিয়া মৃত হইয়াছেন। উক্ত অর্থ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত অর্থ সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা এই বিজ্ঞপ্তী প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকলিবাবু দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

তপশীল

১) U.B.I সিপাহীবাজার ব্রাঞ্চের দুইটি Account F.D No-0788101364783 of Rs. 1,50,000.00/- R. P No-0788101240535 of Rs. 1,63,256.25/-
২) P.N.B সিপাহীবাজার ব্রাঞ্চে S/B A/C No- 0788010091677 5,91,989.20/-
৩) Midnapore Head Post Office Account (i) N.S.C No -03NA 811371 of Rs. 23,660 /- (ii) N.SC No-03NA 811372 of Rs. 23,660 / - (iii) N.S.C No-03NA 811373 of Rs.23,660/- (iv) N.S.C No -03NA 811374 of Rs.23,660/- (v) N.S.C No -03NA 811375 of Rs.23,660/- (vi) N.S.C No -03NA 811376 of Rs.23,660/-(vii) N.S.C No -03NA 811377 of Rs.23,660/-(viii) N.SC No-03NA 811365 of Rs. 23,660/- (ix) N.S.C No -03NA 811366 of Rs.23,660/-(x) N.S.C No -03NA 811367 of Rs.23,660/-(xi) N.SC No-03NA 811368 of Rs. 23,660/- (xii) N.S.C No -03NA 811369 of Rs.23,660/-(xiii) N.S.C No -03NA 811370 of Rs.23,660/-

Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর । ১৭.০৫.২০২৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ মে ১১ ই জ্যৈষ্ঠ । শনিবার দ্বিতীয় তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরি শনি র বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ দ্বীপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি: আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি: পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি: আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি: গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(দেশ নেতা রাসবিহারী বসুর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রয়ান দিবস। ব্রতচারী আন্দোলন র স্রষ্টা গুরুসদয় দত্তের প্রয়াণ দিবস)

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের অধিন, মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর
L.A.D. Case No.- 03/2023
= প্রনব সেন =
বনাম
সর্ব্ব সাধারন

এতদদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা গত ইং ২০২২ সালে **মৃত রঞ্জিত কুমার সেন,** পিতা- ৺ভুতনাথ সেন (উইল দাতা) তাঁহার নিম্ন লিখিত সম্পত্তি দরখাস্তকারী প্রনব সেন এর নামিত ইচ্ছাপত্র বা চরম উইলনামা পত্র সম্পাদন করিয়া যান। উক্ত উইলটি দরখাস্তকারি প্রবেট মঞ্জুর করিবার জন্য উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমাটি উত্থাপন করিয়াছে।
উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আগামী ইং 06.07.2024. তারিখে মহামান্য খড়্গপুর ডেলিগেট আদালতে হাজির হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে ।

SCHEDULE

Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur, Mouza- Panchberiya, J,L. No. 233,
R.S. Plot No. 693, Sub Plot No. 12 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 693/733,** Sub Plot No. 14 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 693,** Sub Plot No. … In which 4 ½ share. **R.S. Plot No. 693,** Sub Plot No.......... in which 11 share.

EJMAL SCHEDULE PROPERTY

R.S. Plot No. 693, Sub-Plot No. 3 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 733,** Sub-Plot No. 13 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 693,733,** Sub-Plot No. 22 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 733,** Sub-Plot No. 23 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 693,** Sub-Plot No. 27 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 692,** Sub-Plot No. 30 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 694,733,** Sub-Plot No. 10 in which 1/3rd share. **R.S. Plot No. 733,** Sub-Plot No. 07 in which 1/3rd share.
(ii) Dist- Paschim Medinipur, P.S. & A.D.S.R., Municipality- Kharagpur (Town), Mouza- Inda, J.L. No. 232, **R.S. Plot No. 382 (P),** Sub-Plot No. 29, **R.S. Plot No. 382 (P),** Sub-Plot No. 30, **R.S. Plot No. 382 (P),** Sub-Plot No. 31, **R.S. Plot No. 382 (P),** Sub-Plot No. 32, R.**S. Plot No. 382 (P),** 2116 (P), Sub-Plot No. 33, **R.S. Plot No. 382 (P), 2116 (P),** Sub-Plot No. 34, **R.S. Plot No. 382 (P), 2116 (P),** Sub-Plot No. 35

BY ORDER
Madan Mishra
Sheristadar
District Delegate Kharagpur
Sub-Division Court.
Paschim Medinipur , 21.05.2024

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
১ম আদালত
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট) কৃষ্ণনগর নদীয়া
সাকসেশন কেস নং ৭/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ দেবু পাল, পিতা- মৃত শক্তিপদ পাল, সাং- যুগপুর ৬ নং কলোনী, পোঃ- যুগপুর কলোনী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া।
এতদ্বারা জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, দেবু পাল, পিতা- মৃত শক্তিপদ পাল, সাং- যুগপুর ৬ নং কলোনী, পোঃ- যুগপুর কলোনী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া মৃত করুনা পাল, স্বামী- মৃত শক্তিপদ পাল এর নিম্ন তপশীল বর্ণিত এল.আই.সি. এর টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার প্রার্থনায় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ (সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত) কৃষ্ণনগর, নদীয়া আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস নং ৭/২০২৩ বর্তমান মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে ।

তপশীল

LICI Policy No. 425347773 Tune of Rs. 1,00,000/- (One Lakh)

আদেশানুসারে,
শ্রী অশোক পাল
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট)
প্রথম কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিলিগুড়িতে কুয়ো পরিষ্কারের সময় বিষাক্ত গ্যাস লিক, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: কুয়ো পরিষ্কারের সময় বিষাক্ত গ্যাস লিক করে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের নাম আশিক তোপ্পো ও বিজয় কুজুর। অপর একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগান এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে ওই এলাকার একটি কুয়ো পরিষ্কার করতে নামেন তিনজন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনজনই কুয়ো থেকে বের না হলে স্থানীয় লোকজন ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেয়। পরে মাটিগাড়া ও শিলিগুড়ি দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অনেক চেষ্টার পর তিনজনকেই কুয়ো থেকে বের করা হয়। এর পরে তিনজনকেই ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

বাসের অপেক্ষায়...ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ডে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের উদ্যোগে বাগবাজার থেকে শুরু হয় সন্ত স্বাভীমান যাত্রা।

অনুষ্ঠিত হল ২ দিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেঙ্গল অর্গান ডোনেশন সোসাইটি, মোহন ফাউন্ডেশন চেন্নাই এবং নারায়ণ হেলথ গ্রুপ অফ হসপিটালস গত ২২ ও ২৩ মে কলকাতার নারায়ণা-রবীন্দ্রনাথ টেগোর হাসপাতালের অডিটোরিয়েমে 'গ্রিফ কাউন্সেলিং ফর ফ্যামিলিজ অফ বিএসডি পেশেন্টস' শীর্ষকে দু'দিনের কর্মশালার আয়োজন করে।

এই কর্মশালায় অংশ নেন ডঃ ইন্দ্রজিৎ তিওয়ারি, অ্যাপোলো হাসপাতাল, কমোডোর ভিএস স্বামী ললিতা রঘুরাম, পল্লবী কুমার এবং রাজেন্দ্র খাণ্ডেলওয়াল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

ফালাকাটায় আগুনে ভস্মীভূত চারটি ঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের চারটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুক্রবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াখোলা এলাকায়।এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই।

বাড়ির মালিক লদীকান্ত বর্মণ জানান, ভোররাতে বাড়িতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুন লেগেছে দেখে বাড়ির সকল সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর গ্রামবাসীর সহায়তায় আগুন নেভাতে শুরু করেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ফালাকাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিনব চিত্রপ্রদর্শনী 'আইডেনটিফাই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্টভার্সের সহযোগিতায় আনমোল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড আয়োজন করল এক অভিনব চিত্রপ্রদর্শনী আইডেনটিফাই। তিন দিন ধরে চলা ক্যালকাটা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি গ্যালারিতে ছিল ১৮ জন তরুণ এবং প্রবীণ শিল্পীর ৭০টি সিগনেচার ছবি। যেহেতু আর্টভার্সের কর্ণধার শুভঙ্কর সিংহ এবং আনমোল ইন্ডাস্ট্রিসের তরফে ন্যানি চৌধুরী এই প্রদর্শনীটি কিউরেট করেছেন, ফলে ছবির নির্বাচন ছিল অনবদ্য। বাছাই করা ছবি ছিল সুদীপ মণ্ডল, সৌত্রিকা দাস, হারাধন সামন্ত, শ্বেতা বিশ্বাস, মৌমিতা পাল, স্নেহা কর্মকার, দ্বীপ্তেশ দাস, সাগরিকা পাড়ি, প্রীতি সেন, সোমনীল সাহা, অভিনব বড়ুয়া, আদিত্য এস চক্রবর্তী, মন্দিরা গাঙ্গুলি, গৌরাঙ্গ ব্রহ্ম, শুভ্র চ্যাটার্জি, অঙ্কন কর্মকার, ন্যানি চৌধুরী এবং শুভঙ্কর সিংহের।

ছবিগুলো শুধু যে বিমূর্ত ছিল তাইই নয়, ছিল ফটোগ্রাফির মতো ছবিও। মূলত তেল রঙের কাজ থাকলেও, তার পাশাপাশি ছিল জলরঙ, অ্যাক্রেলিকও।

বিষয় হিসেবে ছিল প্রকৃতি, বৃষ্টিস্নাত দুপুরের শহরের রাস্তা, আদিবাসী মহিলা, গণেশ, ঘোড়া, জল খেতে আসা বাঘ, টপ ভর্তি ফুল, জগন্নাথদেব, বুদ্ধদেব, আইফেল টাওয়ার এবং শুভঙ্করের সিংহের একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছবি।

এই প্রদর্শন থেকে ১৪টি ছবি বিক্রি হলেও এদের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা। এই উদ্যোগ যে সফল হয়েছে প্রতিদিনই দর্শনার্থীর ঢল তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

রেমালকে সামলাতে প্রস্তুত রাজ্য প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ঘূর্ণিঝড় রিমেলের ধাক্কা সামলাতে সকাল থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। কেন্দ্রীয় কেবিনেট সচিব রাজীব গৌবা পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফে সতর্কতা মূলক নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তার আগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নবান্নে বিশেষ কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিয়েছে সিনিয়র আইএএস আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের নিয়ে এই বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। জেলায় জেলায় কন্ট্রোল রুম চালু করেছেন জেলা শাসকরা। রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশগামী ওয়েল ট্যাংকারের যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে মাইকিং। মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পর্যটকদেরও শনিবার সকাল থেকে এলাকা খালি করতে বলা হয়েছে। ধীরে নেওয়া হচ্ছে রবিবার মধ্যরাতে আছড়ে পড়বে রেমাল। নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোলরুমজুড়ে তুমুল সতর্কতা। সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে হটলাইনের মাধ্যমে যাতে যোগাযোগ রাখা যায় তার ব্যবস্থাও করে হয়েছে।

উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগার আশায় মথুরাপুরবাসী

প্রথম পাতার পর...

মথুরাপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মথুরাপুর কেন্দ্র ছিল সিপিএমের দখলে। এরপর ১৯৮৪ সালে রং বদলায় মথুরাপুরের। সাংসদ হন কংগ্রেসের মনোরঞ্জন হালদার। এরপর ফের ১৯৮৯-এ বামদের দখলে যায় মথুরাপুর। সাংসদ হন সিপিএমের রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক। এরপর ২০০৪ সালে সাংসদ হন সিপিএমের-ই বাসুদেব বর্মন। তবে ২০০৯ সালে জোড়াফুলের ঝড়ে ভেঙে পড়ে বামদুর্গ। তখন থেকেই ২০১৯ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে এসেছেন চৌধুরী মোহন জাটুয়া।

লোকসভা নির্বাচনের জয়ের ট্রেন্ড বজায় থাকে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও। সাতটি বিধানসভাতেই জয় পায় তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মথুরাপুরের জমিতে বামেদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দায়। বরং সেখানে মাথা তুলেছে পদ্ম।

তবে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী বদল করা হয়েছে মথুরাপুরে। বয়সজনিত কারণে ভোটে দাঁড়াতে চাননি চৌধুরী মোহন জাটুয়া। তাঁর জায়গায় প্রার্থী হয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি বাপি হালদার। এদিকে এই মথুরাপুরে শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বঙ্গ রাজনীতিতে মাথা তুলছে আইএসএফ। আইএসএফ-এর তরফ থেকে মথুরাপুরে প্রার্থী করা হয়েছে অধ্যাপক অজয়কুমার দাসকে। আদতে উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে থাকেন ডানকুনিতে। বিদ্যাসাগর কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। এখানে লক্ষণীয়, এই কেন্দ্রের মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, কুলপির মতো অনেক পঞ্চায়েত এলাকা আইএসএফের শক্ত ঘাঁটি বলে সম্প্রতি পরগণিত হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

অন্যদিকে, বিজেপির তরফে প্রার্থী করা হয়েছে অশোক পুরকাইতকে। বিজেপি প্রার্থী মনে করেন সার্বিক উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে পড়া লোকসভা মথুরাপুরকে নিয়ে সংসদে বলার মত অনেক কিছুই রয়েছে। রয়েছে সাগর, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, সুন্দরবন-সহ একাধিক এলাকার নদীবাঁধের সমস্যা। যা সংসদে তুলে ধরা জরুরি। সমস্যাগুলি সংসদে উত্থাপিত হলে তবেই এই এলাকার মানুষজনের দীর্ঘদিনের সপ্ন পূরণ হওয়া সম্ভব। আর ভূমিপুত্র হিসাবে মথুরাপুরবাসীর এই স্বপ্ন পূরণও করতে চান তিনি। এছাড়াও জোটপ্রার্থী হিসেবে মথুরাপুরে দাঁড়িয়েছেন সিপিআই(এম) এর শরৎচন্দ্র হালদার। তবে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হল এখানকার নারীশক্তি। মোট ভোটারের ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোটার। ফলে নির্বাচনে জেতার চাবিকাঠি লুকিয়ে এই নারী শক্তির হাতেই। পুরুষরা অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে মাছ ধরার কাজ করেন অথবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন। ফলে সারা বছর বাড়িতে থেকে সংসার সামলাতে হয় মহিলাদের। তাঁরাও মাছ ধরে অথবা অন্য কাজ করে সংসারে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। এমন এক আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে থাকা মহিলাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লদীর ভাণ্ডার' প্রকল্প। কারণ, যেটুকু টাকা অনুদান হিসেবে তাঁরা পান সেটাই যে তাঁদের কাছে অনেক। এই টাকাত সংসারের টুকটাক জিনিস কেনা থেকে শুরু করে আরও নানান কিছুতেও ব্যবহার করতে পারছেন। ছেলেমেয়েদের টিউশন ফি-ও মেটে এই লদী ভান্ডারের টাকাতেই। ফলে মথুরাপুরের মহিলা ভোট কিছুটা রাজ্যের শাসকদলের দিকে হেলে আছে। তবে ভিন্নমত যে একেবারে নেই তেমনটাও নয়।

এদিকে আবার লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে মথুরাপুরের বিজেপি সংগঠনে ভাঙন ধরালেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে কুলপির ঢোলাহাটে জনসভায় এসে অভিষেক বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার দুই নেতা দিলীপ জাটুয়া ও শান্তনু বাপুলিকে তৃণমূলে যোগদান করান। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি অভিষেক মথুরাপুরবাসীকে প্রতিশ্রুতিও দেন এখান থেকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করলে আগামী দিনে এই কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব তিনিই নেবেন। এর পাশাপাশি আইএসএফ অধ্যুষিত পঞ্চায়েত এলাকাতে তৃণমূলপ্রার্থীকে নিয়ে প্রচারের মাধ্যমে নিবিড় জনসংযোগের কৌশলও নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রতিটি বুথে সভা ও বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে। ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী বাপি হালদারের দাবি, ইতিমধ্যেই আইএসএফের বেশ কয়েকজন কর্মী তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। তবে এতো কিছুর মাঝেও মথুরাপুরবাসীর দাবি, দ্রুত তৈরি হোক স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ। কারণ, তাতে নদীর জলোচ্ছ্বাসে নোনা জলে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন ক্ষেত আর কাঁচা মাটির ঘরগুলোকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ মে ২০২৪ ১১ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ শনিবার

কলকাতার একাংশে দু'মাসের জন্য জারি হবে ১৪৪ ধারা, কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতার একাংশে দু'মাসের জন্য জারি থাকবে ১৪৪ ধারা। শুক্রবার নোটিস জারি করে এই কথাই জানিয়েছেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। কলকাতায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো হতে পারে বলে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে। এই কারণেই ১৪৪ ধারা জারি হতে চলেছে শহর কলকাতায়।

কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবার থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। এরফলে কলকাতার কোনও জায়গায় কোনও মিটিং, মিছিল বা জমায়েত করা যাবে না। কেউ ধর্নাতেও বসতে পারবে না। কারো হাতে যদি কোনও

ধারালো অস্ত্র বা লাঠি জাতীয় জিনিস থাকে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

এদিন ১৪৪ ধারা জারি করার কথা বলে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল জানান, কলকাতায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ করার ছক চলছে। গন্ডগোল হতে পারে ধর্মতলা এলাকায়। আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতার রাস্তায় পাঁচ জন বা তার থেকে বেশি লোক জমায়েত হতে পারবে না। জানা যাচ্ছে, যেদিন থেকে কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি হচ্ছে, সেইদিন রোড শো করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আগামী মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে শুরু হবে মোদির মিছিল। স্বামীজির মূর্তিতে মালা দিয়ে মিছিল এগিয়ে যাবে শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে।

এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ নতুন নয়। প্রতি দু'মাস অন্তর ওই সীমিত এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। দু'মাস অন্তর সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়। এর আগে চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি এবং তারও আগে গত বছরের ৩০ নভেম্বর, দু'মাসের জন্য কলকাতার ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। জারি করা হয়েছিল তার আগেও। অর্থাৎ, কলকাতার ওই নির্দিষ্ট অংশে ১৪৪ ধারা জারি করা 'রুটিন' বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এই নোটিস জারি হতেই কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের। তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে বলেন, পাঁচদফা ভোট হতেই মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন, এখন তিনি ১৪৪ ধারা জারি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোড শো বানচাল করার চেষ্টা করছেন। কোনও শক্তি এবার বিজেপিকে আটকাতে পারবে না জয়ী হতে।

রাজভবন শ্লীলতাহানির ঘটনার পুলিশি তদন্তে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনে শ্লীলতাহানির ঘটনায় পুলিশি তদন্তে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রয়েছে। পরবর্তী শুনানি আগামী মাসের ১০ তারিখ। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যপালের ওএসডি-সহ রাজভবনের যে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখ তে হবে। ১০ জুন পরবর্তী শুনানির আগে কোনও তদন্ত করা যাবে না। এই নির্দেশে আপাতত স্বস্তি ফিরেছে রাজভবনে। একইসঙ্গে বিচারপতি সিনহার প্রশ্ন, ওএসডি-র বিরুদ্ধে পাঁচ দিন পর কেন অভিযোগ তোলা হল, তা নিয়েও।

এদিকে রাজভবনের অন্দরে অস্থায়ী মহিলাকর্মীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তার জেরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। রাজভবনের একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এবার সেই মামলায় তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রমাণ নষ্ট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও শুক্রবার মন্তব্য করতে শোনা যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে।

এদিকে অভিযোগকারিণী দাবি করেছেন, তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল। তিনি আদৌ আটকেছিলেন কি না সেটা তদন্তের বিষয় বলে মনে করছেন বিচারপতি। বিচারপতি সিনহা বলেন, এই মুহূর্তে তদন্তে স্থগিতাদেশ দিলে মূল তদন্ত প্রভাবিত হবে বলে মনে হয় না। এরই প্রেক্ষিতে মামলাকারীর আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার দাবি করেন, জোর করে ধরে রাখার ধারা কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয়। ঘটনার ১৩ দিন পর অভিযোগ দায়ের হল কেন সেই প্রশ্নও এদিন তোলেন তিনি। আইনজীবী উল্লেখ করেন, পুরো ঘটনা মামলাকারী জানেন বলে দাবি করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। তিনি আরও বলেন, 'একবার বলা হচ্ছে ৩৪১ ধারা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আটকে দেওয়া হয়েছে। আবার পরের লাইনে লেখা হচ্ছে, কোনও প্রকারে বেরিয়ে আসেন ওই মহিলা।

এদিন বিচারপতি সিনহার পর্যবেক্ষণ, কিছু শধ একটু অ্যাবসার্ড অর্থাৎ অস্বাভাবিক লেগেছে তাঁর। তাই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিতে চায় আদালত। রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত বলেন, 'অভিযোগ এলে, প্রাথমিকভাবে সেটা সত্যি ধরে নিয়ে ধারা যুক্ত করাই পুলিশের কর্তব্য। আদালতে এভাবে দ্রুত মামলা করার গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে না।' এজি-র বক্তব্য, 'মামলাকারীকে রক্ষাকবচ দিলে রাজ্যপালকে রক্ষাকবচ দেওয়া হচ্ছে মনে হবে।'

কলকাতা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় নির্বাচন সপ্তম দফায়। শনিবার ষষ্ঠদফার নির্বাচন। অর্থাৎ, পুরোমাত্রায় নির্বাচনী আবহে ডুবে বাংলার সঙ্গে কলকাতাও। ঠিক তারই আগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এর অভিযানে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্ধার করা হয়েছে দেশি ৬ টি বন্দুক, ১০০ টি ৪ এমএম কার্তুজ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে আধুল মাজিদ নামে এক ব্যক্তিকে। লালবাজার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বিএন সরকার সরণি, বউবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে নেমে এসটিএফ আধিকারিকেরা জানতে পারেন, আধুল মাজিদ লিলুয়ার বাসিন্দা। এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে , কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স বউবাজার এলাকায় সাদা পোশাকে তৈরি ছিল। তখনই তাঁদের নজরে আসে সন্দেহজনকভাবে ইতঃস্তত ঘুরতে থাকা আধুল মাজিদ। পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। এরপর মাজিদকে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তার কাছ থেকে কোনও সদুত্তর না মেলায় চলে তল্লাশি। এরপরই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল অস্ত্রসম্ভার। কলকাতায় ভোটের আগেই এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। এদিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে মাজিদকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাওয়ার চেষ্টা চলছে কোথায় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই চক্রের মাথা সে ব্যাপারে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বনগাঁ ও আসানসোলে তল্লাশি চালিয়ে বেঙ্গল এসটিএফ-এর জালে ধরা পড়ে দুই অস্ত্র ব্যবসায়ী। উদ্ধার দুইটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল-সহ মোট ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র ও সাতান্নটি তাজা কার্তুজ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় উদ্ধার হয়েছে ৩২টি অস্ত্র, ১৭টি গোলাগুলি এবং ভাঙড় থেকে ৮৬টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এখন পর্যন্ত কলকাতা থেকে হিসাব বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ নগদও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০১০ সালের পরবর্তী রাজ্য সরকারের দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের রায়ে পাঁচ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়েছে। নির্বাচনী জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কার, এই রায় মানব না। এমনকী আদালতে গরমের ছুটি শেষ হলেই ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অর্জুন সিং বলেন, আদালতের রায়কে তাঁরা স্বাগত জানান। কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়

বলছেন, আদালতের রায় মানছি না। এটা উনি কখনই বলতে পারেন না। তার মানে উনি বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত। তাঁর দাবি, যথাযথ আইন না মেনেই ওবিসি সংরক্ষণ করেছিল তৃণমূল সরকার। ত্রুটিপূর্ণ আইন তৈরি করে এক বিশেষ সম্প্রদায়কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

বড়বাজারের ব্রেবোর্ন রোডে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি: অদিতি সাহা

কোলাঘাটের ঘটনায় পুলিশি তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোলাঘাটে শুভেন্দু অধিকারীর ভাড়া নেওয়া গেস্ট হাউসে পুলিশি অভিযান ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে তৈরি হয়েছিল জোর বিতর্ক। এই ঘটনায় হাইকোর্টে কড়াও নাড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মামলায় শুক্রবার পুলিশি তদন্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালত সূত্রে খবর, কোলাঘাট থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত। শুক্রবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা এও জানান, এই সময়ের মধ্যে জরুরি কোনও নির্দেশের প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে পুলিশ।

শুক্রবার আদালতে এই মামলায় শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, গত ২০ মে কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই কোলাঘাটে ওই অফিস তথা অস্থায়ী বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআরও দায়ের করা হয়েছিল বলে দাবি শুভেন্দুর আইনজীবীর। তিনি আরও জানান, অভিযোগ করা হয়েছিল ওই অফিসে বোমা, অস্ত্র ও নগদ টাকা মজুত রাখ া হয়েছিল। যদিও এমন কিছুই সেখ ান থেকে পাওয়া যায়নি বলে দাবি শুভেন্দুর।

অন্যদিকে রাজ্যের তরফে আইনজীবী সম্রাট সেন সওয়াল করেন, এই মামলার ক্ষেত্রে শুভেন্দু অভিযুক্ত বা সাক্ষী নন। পাশাপাশি যে বাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল, সেটা শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ি নয়। সেটি সুরজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তির সম্পত্তি বলে দাবি রাজ্যের আইনজীবীর। পাশাপাশি রাজ্যের আইনজীবী এ প্রশ্নও তোলেন, যদি কোনও অভিযোগ আসে, তাহলে কি সেটা খতিয়ে দেখ বে না পুলিশ? রাজ্যের তরফে আরও দাবি করা হয়, পুলিশকে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি ঘর তালাবন্ধ ছিল। ফলে পুলিশ ঢুকতে না পেরে ফিরে এসেছে বলেই দাবি রাজ্যের। সে কথা শুনে বিচারপতি সিনহা পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ পেয়েই কি পুলিশ চলে গেল? অনুসন্ধান করবে না? কটি ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগ পেয়েই চলে যায়? প্রশ্ন তোলেন তিনি। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি ওই মামলার পুলিশি তদন্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন।

শীলভদ্র দত্তকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেই শুক্রবার বিকেলে দলীয় প্রার্থী শীলভদ্র দত্তকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে চেপে রোড শো করলেন বিজেপির তারকা প্রচারক 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। নিউ ব্যারাকপুরের সাজিরহাট লোকনাথ বাবার মন্দিরের কাছ শুরু হয় মিঠুনের রোড শো। সোদপুর-মাধ্যমগ্রাম রোড ধরে সেই রোড শো বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা শেষে সোদপুর বোর্ড ঘরে শেষ হয়। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে দেখে তিনি হাত নাড়ান। রোড শো শেষে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তের কটাক্ষ, হেরে যাওয়ার ভয়েতে মুখ্যমন্ত্রী ভুলভাল বকছেন। শীলভদ্রের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর মাথা খ ারাপ হয়ে গেছে। একের পর এক চোরেরা ধরা পরছে। হাজার হাজার চাকরি যাচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর মাথা এখন ঠিক নেই। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শীলভদ্র দত্ত বলেন, চোরের মায়ের বড় গলা। যিনি সবচেয়ে বড় চোর। তিনিই আবার অন্যকে চোর বলছেন। তাঁর কটাক্ষ, যিনি নিজেকে বাঘ ভাবতেন। তিনি ভয় পেয়েছেন। এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাই একটা লোকসভা কেন্দ্রে ওনাকে পাঁচটা সভা করতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, ভোটের পর আরও কারা জেলে যাবে, তা নিয়ে উনি বেশি উদ্বিগ্ন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা উধাওয়ের ঘটনায় নাম জড়াল ব্যাংক কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে উধাও গ্রাহকের প্রায় ১ লক্ষ টাকা। আর এই টাকা উধাও-এর ঘটনায় নাম জড়াল ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মীরই। পুলিশ সূত্রে খবর, গড়িয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শ্রীনগর শাখায় টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যাংক কর্মীর বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে অভিযোগ উঠছে যে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যাংক কর্মীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

গড়িয়ার ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক তনুশ্রী দাসের অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর তা নজরে আসতেই খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেরই খেজুরি শাখার এক কর্মীর অ্যাকাউন্টে ওই টাকা ঢুকেছে। সূত্রে খবর, এই ব্যাংক কর্মীর নাম বিনয় দাস। বিষয়টি ধরে ফেলতেই তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানান সমগ্র ঘটনা। আর তারপরই টাকা ফেরত দিতে সটান গ্রাহকের বাড়িতে উপস্থিত হন ওই ব্যাংক কর্মী। খে জুরি শাখার ব্যাংক ম্যানেজার গোপাল সরকার বিষয়টি আপোসে

> **গড়িয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শ্রীনগর শাখায় টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যাংক কর্মীর বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে অভিযোগ উঠছে যে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যাংক কর্মীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।**

মিটিয়ে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে গ্রাহক তনুশ্রী দাস জানান, '১৬ তারিখ আমার ফোনে একটা মেসেজ ঢোকে। দেখাচ্ছে ৯ হাজার ৫০০ টাকা উঠেছে। কিন্তু আমি কাউকেই সেই টাকা ট্রান্সফার করিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে যাই। তারপর দেখতে পাই, মোটামুটি লাখ খানেক টাকা এইভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

এরই রেশ ধরে তনুশ্রী দেবী এও জানান, এই বিষয়টি জানার পরই ব্যাংকের তরফ থেকে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। যাতে তিনি এই ঘটনা কাউকে না জানান, পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করেন তার জন্য অনুরোধ জানানো হয় ব্যাংকের তরফ থেকে। তখনই খোঁজ নিয়ে তনুশ্রী জানতে পারেন, বিনয় দাস নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টেই টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। এরপর চাপে পড়ে টাকা ফেরত দিতে তনুশ্রীর বাড়িতেই পৌঁছে যান ওই ব্যাংক কর্মী বিনয় দাস। ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'আমার হাত দিয়ে যে আনঅথোরাইজড ট্রান্সফার হয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসেছি। ভুল করে হয়ে গিয়েছিল।' কিন্তু কেন এই ভুল, কীভাবে এত বড় বড় ভুল বারবার হয়েছে, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ওই কর্মী। তিনি স্বীকার করেছেন, ১৪ দফায় তনুশ্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা সরিয়েছেন তিনি। আপাতত ওই ব্যাংক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

লিচুবাগান ৬ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য।

ভোটের আগে স্বস্তিতে বিজেপি প্রার্থী হিরণ, এফআইআর-এর উপর অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে আপাতত স্বস্তিতে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। স্বস্তি পেলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তমোঘ্ন দে-ও। তাঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতার দায়ের করা এফআইআর-এর উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত এই এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশ থাকবে। একই নির্দেশ বহাল থাকবে বিজেপি কর্মী শেখ সামসু আলমের ক্ষেত্রেও। এদিকে হাইকোর্ট সূত্রে খ বর, এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ জুন।

আজ ঘাটালে লোকসভা ভোট। তার সপ্তাহখানেক আগে দেবের একটি অডিও ভাইরাল হয়। যেখানে যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিতে

জড়ানোর বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। এদিকে তৃণমূলের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ভোটের আগে ইচ্ছে করে দেবের রাজনৈতিকভাবে ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য অডিও ভাইরাল করা হয়েছে। তার বিরোধিতায় বিজেপি প্রার্থী হিরণ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেন সেখানকার তৃণমূল নেতা। এই এফআইআর খারিজের দাবিতে হিরণ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এই একই আবেদন জানানো হয় তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তমোঘ্ন দে-র তরফ থেকেও।

এদিকে শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ছিল এই মামলার শুনানি। বিচারপতি সিনহা জানান, ১৮ মে ঘাটাল থানায় হিরণ, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হল। ১৭ জুন বা তার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। ততদিন পর্যন্ত হিরণ, তমোঘ্ন ও বিজেপি নেতা সামসু আলমের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। এদিকে হাইকোর্ট সূত্রে খ বর, আগামী ১০ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে বাধার মুখে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে পুলিশের বাধার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। একইসঙ্গে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের প্রচার না করতে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন ত্রিপুরার মুখ ্যমন্ত্রী। অভিযোগের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল রাজ চলছে। নির্বাচনের সময় নির্বাচনী প্রচার কি করা যাবে না?' প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের তরফ থেকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যখন নানা ধরনের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে তখন মানিক সাহা চুপ ছিলেন কেন?

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়

মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে হাজরা রোডে একটি রোড শোয়ের আয়োজন করা হয়। এই রোড শোয়ে তারকা প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে কলকাতায় আসেন মানিক সাহা।

অভিযোগ, পুলিশ অনুমতির অজুহাত দেখিয়ে হাজরা রোডে সেই নির্বাচনী প্রচার আটকে দেয়। আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঘটনার জেরে পুলিশি ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। ঘটনার নিন্দা ও সমালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গল রাজ কায়েম করার বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী সাহা। তিনি বলেন, 'এটা কোন জমানায় বাস করছে মানুষ। নির্বাচনের সময় প্রচার করা যাবে না। এটাও কি হয়?' পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ ্যমন্ত্রী জানান, 'দাম্ভিকতা আর স্বৈরাচারের জ্বলন্ত উদাহরণ বাংলার মাননীয়া। সকল নির্লজ্জতার সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে হাজরা রোডে আয়োজিত রোড শোয়ে দলদাস পুলিশ দিয়ে আটকে দেওয়ার মতো ঘটনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধানের অপমান ছাড়া কিছুই নয়। এই অবিচার-অত্যাচার বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ আর সহ্য করবে না। এর জবাব ভোটের মাধ্যমে অবশ্যই দেবেন।'

সম্পাদকীয়

জীবনলব্ধ ছোট ছোট শিক্ষা, অভিজ্ঞতাই ছবিতে বৃহতের জানলাগুলো খুলে দিত, জীবন-শিল্পের সংযোগ ঘটাত

অধিকাংশ চলচ্চিত্রে প্রতিবাদের মুখ সাধারণ নাগরিক। এই নাগরিক প্রতিবাদে আঙ্গিক ছিল সৃজনশীল শিল্পধন্য, আর বিষয় ছিল বিত্ত ও শ্রেণিবৈষম্যের দ্বন্দ্বধন্য। এই দ্বন্দ্ব তৈরি করছে বহু প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্ন। মহানগর থেকে শহরতলি ক্ষয়িষ্ণু, স্বপ্নসন্ধানী নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বিত্তশালী সবাই যে যার মতো তত্ত্ব, অনুশীলন, প্রজ্ঞার চর্চা করে চলেছেন। এর মধ্যে এক দল বেকার যুবক জীবিকার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন। আবার শিল্পে শ্রমিকের প্রতিবাদ এসেছে। কৃষিতে জমির লড়াই, তেভাগা আন্দোলনে প্রতিবাদের মুখ হয়েছেন জমিহারা চাষি, জমিহীন কৃষিমজুর। শহর, নগরে বুদ্ধিজীবী, মেধাজীবীদের তর্ক থেকে প্রতিবাদ, আন্দোলন উঠে আসছে। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে শ্রমিকদের মধ্যে, ভাগচাষি, খেতমজুরদের মধ্যে। মৃণাল সেন নিজে সমসাময়িক ঘটনাবলির চরিত্রের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর প্রতিবাদের অস্ত্র তাঁর আঙ্গিক ও বিষয় নৈপুণ্যে চলচ্চিত্রায়ন। গোটা চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে তর্কের নবজাগরণের আখ্যান। ঠিক এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তিনি দর্শকদের কোনও মোড়ক বা খোলস দিয়ে ব্যস্ত রাখতে চাননি, অন্তর্বস্তু খুলে ধরেছেন। তাঁর ছবিতে বেশ কিছু জায়গায় কোলাজ, মন্তাজের ব্যবহার করেছেন। দেওয়াল লিখন, পোস্টার, বই ইত্যাদি দেখিয়েছেন, যেগুলো চরিত্র হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্ট সরকারের কাছের লোক মৃণাল সেন বাম আদর্শে বিশ্বাস রেখেও মন ভাল করা 'ফিল গুড' চলচ্চিত্র করেননি। বিপ্লব দুয়ারে; এমন আশাবাদও স্পষ্ট দেখাননি। সত্তরের দশকে গ্রাম থেকে শহরে অনেক ক্লেদ, পাঁকও ছিল। কিন্তু চরিত্রের সংলাপ ও কথোপকথনে ছুড়ে দেওয়া তর্ক ভাবিয়েছিল, ভাবা প্র্যাকটিস করিয়েছিল। দীর্ঘ ৫০ বছর বাদে দেখা যাচ্ছে, সে তর্কের বড় অভাব। তা হলে কি মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র পিরিয়ড পিস হিসাবে সফল, কিন্তু স্মৃতির 'ট্রান্সফর্মেশন' ও তার প্রয়োগ হিসাবে ব্যর্থ? মৃণাল সেন এমন এক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যার নিজের জীবনলব্ধ ছোট ছোট শিক্ষা, অভিজ্ঞতাই ছবিতে বৃহতের জানলাগুলো খুলে দিত, জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটাত।

আনন্দকথা

মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটি শশী-বিনিন্দিত' কী অনুপম রূপদর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বল, রূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে;

হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন!

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপদর্শন করিতেছেন!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাসবিহারী বসু

১৮৮৬ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন।*
১৯২৫ *বিশিষ্ট গুজরাটি লেখক ধীরুবেন প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক করণ জোহরের জন্মদিন।*

আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে নিয়ে **কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ** লিখলেন

অনেক কালজয়ী গান মাত্র ৫ মিনিটেই লিখেছেন

কাজী নজরুল ইসলাম

আধুনিক বাংলা গানের পাঁচ প্রধান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) আর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)।

বিশ শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যে এই পঞ্চরত্ন আধুনিক বাংলা গানকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাঁরা ছিলেন একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। গানের ক্ষেত্রে তাঁরা আবার একই সঙ্গে গীতিকার ও সুরকার।

কাজী নজরুল ইসলাম যে গতিতে একটা নতুন গান লিখে শেষ করতেন, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, এ কথা লিখে গেছেন তাঁর অত্যন্ত কাছের বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি লিখেছেন, একটি গান লিখতে তাঁর সময় লেগেছে কখনও মাত্র পাঁচ মিনিট, আবার কখনও আধঘণ্টা।

নজরুল প্রথমেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে কোনও বিষয় ছাড়াই একটি রাগের সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি করে নিতেন। তার পর যে যে শব্দ ওই সুরের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাপ খায়, সে রকম বাছাই করা উত্তম সুরের সাহায্যে গানটি লিখে ফেলতেন।

মোতাহার হোসেন তাঁর 'স্মৃতিকথা' বইয়ে আরও লিখেছেন, নজরুল হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান গাইতে থাকতেন আর গ্রামোফোন কোম্পানির স্ক্রিপ্ট লেখকেরা সেটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিতেন অথবা কবি নিজেই গাইতে গাইতে লিখতেন। এভাবেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি রাগের কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সুন্দর শব্দ বসিয়ে তৈরি করে ফেলতেন একেকটি মন মাতানো গান।

কবি বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর বন্ধুরা নজরুলের বাড়িতে মাঝেমধ্যেই যেতেন। ওই বাড়িতেই নজরুলকে গান রচনা করতে দেখেছেন বুদ্ধদেব। 'আমার যৌবন' বইয়ে তিনি লিখেছেন, সামনে হারমোনিয়াম, পাশে পানের বাটা, হারমোনিয়ামের ঢাকার ওপরে খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেনপেন — তিনি হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠেন একটি লাইন, আর সেই লাইনটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে রাখা খাতায় বড়ো বড়ো সুগোল অক্ষরে তিনি লিখে ফেলেন, সেই লাইনটি।

তার পর এই ভাবেই তিনি একের পর এক লিখে ফেলেন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ লাইন। আমার সামনেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করে ফেললেন সেই বিখ্যাত গান — 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান পিয়া'।

বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুরের নেশায় গানের কথা খুঁজে পেতেন নজরুল আর কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিত।

সিনেমা ও থিয়েটার জগতে নজরুল ইসলাম প্রবেশ করেন ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে। ওই সময় ঠুমরি-সম্রাট ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের মৃত্যু হলে গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলকে হেড কম্পোজার ও সংগীতশিল্পীদের ট্রেনার হিসেবে নিযুক্ত করে।

নজরুল রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। অধিকাংশ গানে নিজেই সুরারোপ করেছেন। গজল, রাগপ্রধান, কাব্যগীতি, উদ্দীপক গান, শ্যামাসংগীত, ইসলামি-সহ বহু বিচিত্র ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন।

নজরুল হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান গাইতে থাকতেন আর গ্রামোফোন কোম্পানির স্ক্রিপ্ট লেখকেরা সেটা তৎক্ষণাৎ লিখে নিতেন অথবা কবি নিজেই গাইতেন এবং লিখতেন। এ ভাবেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি রাগের কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সুন্দর অক্ষর বসিয়ে তৈরি করে ফেলতেন এক একটি কালজয়ী গান।

নজরুল ইসলাম পুরনো ঢাকায় বনগ্রামের বাড়িতে গান শিখিয়েছেন প্রতিভা সোম বা রানু সোমকে, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুকে বিয়ে করার পরে যিনি হন প্রতিভা বসু। নজরুলের বন্ধু বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের সূত্রে প্রতিভার পরিবারের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়। দিলীপ ছিলেন সাহিত্যিক ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। প্রতিভাকে গান শেখাতেন দিলীপকুমার। আর সবচেয়ে বেশি শিখিয়েছিলেন বন্ধু নজরুলেরই গান।

নজরুল এক সন্ধ্যায় ফিটন গাড়িতে চড়ে হাজির হন রানু সোমের বাড়িতে। অনেক রাত পর্যন্ত গান শেখান। পরদিন সকালে আবার হাজির হন তাঁদের বাড়িতে।

নজরুলকে দেখে রানু অবাক হন; কারণ, এতটা তিনি আশা করেননি। 'জীবনের জলছবি' বইয়ে প্রতিভা বসু লিখেছেন, রাত জেগে নতুন গান লিখেছেন নজরুল। গানটা হলো, 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী, এ কোন সোনার গাঁয়। ভাঁটির টানে কেন আবার উজান যেতে চায়।'

রানু বলছেন, 'দেখা গেল তখনো তাঁর বয়ান সঠিক নয়, সুরেরও হেরফের হচ্ছে। ঠিক করছেন গাইতে গাইতে, শেখাতে শেখাতে।'

বাংলা গানের আদি ও মৌলিক সুর হচ্ছে লোকসুর। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা গান লোকসুরভিত্তিক। কীর্তন, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া বাংলার প্রধান প্রধান লোকসুরের নিদর্শন।

নজরুলের শিল্পিজীবনের সূত্রপাত লেটোদল থেকে; এখানেই তাঁর কবিতা, গান ও নাটক রচনার শুরু; হিন্দুপুরাণ ও রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ঘটে এই লেটো দলে এসেই। ত্রিশাল-দরিরামপুর স্কুলজীবনে নজরুল ময়মনসিংহ অঞ্চলের তথা পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হন। সৈনিকজীবনে সামরিক ব্যান্ডের দৌলতে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও ফারসি কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে গজলের রসবোদ্ধা হন। নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক বাংলা গানের ভুবনে প্রবেশ করেন কলকাতায় কুড়ির দশকের শুরুতে এবং নিয়মিত গান রচনা শুরু করেন ১৯২৪ সাল থেকে অসহযোগ, খিলাফত, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব প্রভৃতি ইংরেজ সরকারবিরোধী আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়।

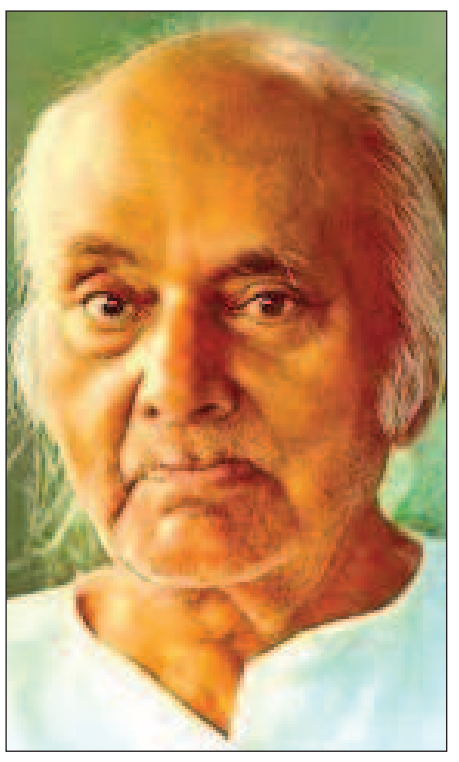

১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে নজরুল বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেন, কালানুক্রমিকভাবে যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঘোররে ঘোর আমার সাধের চরকা ঘোর', 'শিকল পরা ছল মোদের ঐ শিকল পরা ছল', 'কারার ঐ লৌহ কবাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট', 'ওঠরে চাষি জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল', 'ধ্বংস পথের যাত্রীদল ধর হাতুড়ি', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'আমরা শক্তি আমরা বল', 'জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত' প্রভৃতি। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নজরুলের সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটে উদ্দীপনামূলক গানে। গানগুলিতে তিনি মূলত স্বদেশী সুর ও ঢং ব্যবহার করলেও তাতে দৃঢ় বলিষ্ঠতা সংযোজন করেন।

১৯২৬ সালের শেষ দিকে তিনি*গজল*রচনা শুরু করেন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানা বহু জনপ্রিয় গজল রচনা করেন। নজরুলের গজলের বিষয়বস্তু মূলত প্রেম হলেও তার ছিল প্রকৃতি মিশ্রিত। সেগুলির বাণী প্রধানত উৎকৃষ্ট কবিতা আর সুর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগাশ্রিত এবং আঙ্গিকের দিক থেকে প্রায়*উর্দু*গজলের মতোই। তাতে আগাগোড়া তালের প্রয়োগ নেই ঠিকই, তবে কিছু অংশ তাল ছাড়া মুক্ত ছন্দ ও আলাপের রীতিতে রচিত। বাকি অংশ অবশ্যই তালের কাঠামোতে গ্রথিত।

১৯৩০-৩১ সাল থেকে নজরুল নতুন এক ধারার সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি হিন্দু ভক্তিমূলক এবং ইসলামি গান রচনা শুরু করেন। হিন্দু ভক্তিগীতির মধ্যে তিনি প্রথম রচনা করেন 'জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী', 'তিমির বিদারী অলখ বিহারী', 'জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী' ইত্যাদি। ইসলামি গানের মধ্যে 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে', 'মোহররমের চাঁদ এল ঐ', 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' প্রভৃতি। নজরুল প্রায় এক হাজার ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেন, যার মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্যের শ্যামাসঙ্গীত, ভজন, কীর্তন এবং ইসলামি ঐতিহ্যের হামদ্, নাত, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ঈদ, মর্সিয়া প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের গান রয়েছে। এসব গানের রচনা ত্রিশের দশকের শেষ অবধি অব্যাহত ছিল।

সেই সব গান যতই জনপ্রিয় হোক, কালের বিচারে যতই উত্তীর্ণ হোক, সঙ্গীত প্রিয় মানুষ যতই ভাবুন এইসব গান রচনা করতে গিয়ে নজরুলকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে, তা কিন্তু মোটেই নয়। তিনি এইসব কালজয়ী গান মুহূর্তের মধ্যে রচনা করেছেন হাসতে হাসতে, অবলীলায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চোরাই গাড়ির তদন্তে এক ট্রাক্টরচালককে জোরপূর্বক তোলায় অভিযুক্ত বিহার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোরাই গাড়ির তদন্তে এসে এক ট্রাক্টর চালককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে। বিহার পুলিশকে বাধা গ্রামবাসীদের। অভিযোগ, বাধা দিতে গিয়ে আহত হন এক গ্রামবাসী। পুলিশের বিরুদ্ধে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ। শুক্রবার বিকেল ৪টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়ার বিলাতিবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা এলাকা জুড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিলাতিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নুর আলম ডালখোলায় ভুট্টা বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। কাজ সেরে ফেরার পথে দেখেন বিহার পুলিশ বিলাতিবাড়ির কাছে জাতীয় সড়কে কাগজপত্র তল্লাশি করছে। সে সময় নুরের কাছে কাগজপত্র দেখতে চাইলে তা না থাকায় বচসা বাধে। অভিযোগ, চোরাই ট্রাক্টর চালানোর অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এরপর খবর পেয়ে তাঁর আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে আসেন। কিন্তু পুলিশ কোনও কথা না শুনে নুর আলমকে জোর করে তুলে নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়েছে একজন। তাঁদেরকে চাকুলিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এসডিপিও ডালখোলা ও চাকুলিয়া থানার পুলিশ। তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধৃতের দাদা আবু জাহান জানিয়েছেন, 'আমার ভাই ট্র্যাক্টর নিয়ে ডালখোলায় ভুট্টা বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। বিক্রি করে নগদ প্রায় আড়াই লাখ টাকা নিয়ে ফেরার পথে বিহারের কিষানগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার সন্দীপ কুমারের নেতৃত্বে পুলিশ দু'টি গাড়ি নিয়ে আমার ভাইকে রাস্তায় আটকায়। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই। পুলিশ দাবি করে ওই ট্র্যাক্টরটি চোরাই। আমরা গাড়ির কাগজপত্র দেখাই পুলিশকে। কিন্তু সেসব না দেখে তারা আমার ভাইকে (টাকা সহ) টেনে গাড়িতে তোলে। এতে আশপাশের মানুষ প্রতিবাদ করতেই পুলিশ আমাদের লক্ষ্য করে ৫ রাউন্ড গুলি চালায়। আমরা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে পড়তেই বিহার পুলিশ তাঁদের সঙ্গে আনা ২টি গাড়িতে চেপে কিষানগঞ্জ শহরের দিকে চলে যায়। পুলিশের গুলিতে একজন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। তাঁকে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ডালখোলার এসডিপিও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'এদিন বিকেলে বিহার পুলিশের ৪/৫ জন অফিসার এখানে এসে স্থানীয় এক যুবককে তুলে নিয়ে যান। এতে স্থানীয় মানুষ বাধা দিলে তারা ৫ রাউন্ড গুলি চালায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে ঘটনাস্থল থেকে আমরা ৩টি ব্যবহৃত গুলির খোল বাজেয়াপ্ত করেছি। বিহার পুলিশ আমাদের এই অভিযানের ব্যাপারে আগাম কোনও সূচনা দেয়নি। আমরা পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।' চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনাজুল আফরিন আজাদ জানিয়েছেন, 'বিহার পুলিশের এই কাজকে চরম নিন্দা করছি। স্থানীয় প্রশাসনকে না জানিয়ে এই অভিযান করা যায় না। আমরা গোটা ঘটনা রাজ্য সরকারের কাছে জানিয়েছি।'

জন্মদিনে নজরুল ইসলামের অবদানে শ্রদ্ধার্ঘ্য ইতিহাসবিদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মদিন পালিত হল হুগলির আরামবাগে। শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা জুড়ে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হয়। কবির সঙ্গে হুগলি জেলার আত্মার সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন তিনি। হুগলি জেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালিত করেন এবং বহু স্বদেশি গান কবিতা রচনা করেছিলেন। দেশের নিপীড়িত মানুষের দুর্দশা প্রতাপ ও ব্রিটিশ সরকারের তাবেদার জমিদারদের হাত থেকে বাঁচাতে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের সঙ্গে কাজি নজরুল ইসলামের নাম যুক্ত হয়। এই মহান পবিত্র দিনে তাই তাঁর নাম চিরস্মরণীয়।

উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তখন আইনঅমান্য আন্দোলনে একটু ভাটার টান। সর্বভারতীয় রাজনীতির যখন এরকম একটা পরিস্থিতি, সেই সময় তারকেশ্বরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে একটা আন্দোলন সংঘটিত হল। আরামবাগের আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস শেঠের কথায়, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ নামে খ্যাত এই আন্দোলন সেই সময় সারা বাংলার রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী বিশ্বানন্দের নেতৃত্বের ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারকেশ্বর মন্দিরের মহান্তর বিরুদ্ধে।

বহুদিন ধরে এই মন্দিরের মোহান্তদের বিভিন্ন দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষ। এতদিন এইসব সত্ত্বেও ধর্মান্ধ মানুষের ঈশ্বর-ভীতির কারণে এবং ইংরেজ সরকার মহান্তর পক্ষে থাকায় খুব একটা জোরালো প্রতিবাদ হয়নি মহান্তর বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে সব কিছু। স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী বিশ্বানন্দ যখন তাদেরই প্রতিষ্ঠিত 'মহাবীর দল' নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন আপামর জনসাধারণ তাঁদের পিছনে এসে দাঁড়াল।

এই সময় মন্দিরের মহান্ত ছিলেন সতীশ গিরি। তাঁরই বিরুদ্ধে সংগঠিত হল এই আন্দোলন। ৮ এপ্রিল, ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বেই এখানে আন্দোলন পরিচালিত হতে লাগল। সরকার পক্ষ মহান্তর পক্ষ অবলম্বন করলে আন্দোলনের তীব্রতাও প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পেল। চিত্তরঞ্জন দাসের বারবার তারকেশ্বরে আসা এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ভাবিয়ে তুলল ব্রিটিশ সরকারকেও। তারা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল। এই সময় এই আন্দোলনে কবি নজরুল ইসলামও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই উপলক্ষে তিনি তারকেশ্বরে বহুদিন কাটিয়েছিলেন। সেই সময় জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হুগলিতে কাটাচ্ছিলেন। আন্দোলনের কথা শুনে তিনি মহা উৎসাহে তারকেশ্বরে উপস্থিত হলেন। মহান্তের অত্যাচারের কথা নিয়ে গান বেঁধে নজরুল তারকেশ্বরের পথে পথে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। তখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত সেই সব হৃদয়স্পর্শী গান।

তৎকালীন সময়ে শুধু সরকারি পুলিশই নয় মোহান্তর নিজস্ব শক্তিও কম ছিল না। তার হাতে ছিল সহস্রাধিক লাঠিয়াল, যার সর্দার ছিল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একজন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ছিলেন। সত্যাগ্রহের প্রস্তুতির জন্য মন্দিরের মাঠে সেদিন বিরাট সভা হচ্ছে, যাতে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, নজরুল প্রভৃতি। মন্দিরের মাঠে এইভাবে সেই প্রথম জনসভা। দেশবন্ধু নজরুলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার জন্য আহ্বান করলেন। ওদিকে সহস্রাধিক লাঠিয়াল সহ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সভা ঘিরে রয়েছেন। লাঠিয়ালরা মন্দিরের নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন সভায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সভাস্থ সকলেই শঙ্কিত। এর আগে এই মাঠে আন্দোলন-সংক্রান্ত সভা করতে কেউ সাহস করেনি। নজরুল দৃপ্ত ভঙ্গিমায় কেশর ফুলিয়ে গান ধরলেন 'জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।'

লাইনের পর লাইন গেয়ে যাচ্ছেন, সভাস্থ লোকদের চোখে মুখে দুঃসাহসিকতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে। দেশবন্ধু মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু সত্যবাবু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। গান শেষ হলে সত্যবাবুই বললেন 'কাজি গানটা আবার গাও।' আবার নজরুল গান ধরলে উদ্দীপনাময় উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেল। নজরুলের কণ্ঠের দৃঢ়তায় সুর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। লাঠিয়ালরা হতবাক। গান শেষ হলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল ও দেশবন্ধুর পায়ের কাছে নিজের হাতের লাঠি রেখে ওই সভায় মোহান্তর সর্বনাশের শপথ নিলেন। আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। বেশির ভাগ লাঠিয়াল নিয়ে সত্যবাবু সত্যাগ্রহে সামিল হলেন। দেবাশিসবাবু আরও জানান,চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার অল্পকাল পরে এই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সাফল্য গান্ধিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সবমিলিয়ে তাঁর জন্মদিনে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে তাঁর অবদানের জন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য আরামবাগের বিশিষ্টজনেদের।

Bank of Maharashtra

জোনাল অফিস (কলকাতা), ২য় তল, ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৯০৫, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

অ্যাডভোকেট/ভ্যালুয়ার এর তালিকাভুক্তি

নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান

১) পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলা এবং কলকাতায় আদালতে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অ্যাডভোকেট/কাউন্সেল(গণ) এর তালিকাকরণ। ৫ বছর বা তার অধিক সময় ধরে আইনজীবী পেশায় নিযুক্ত এবং বার কাউন্সিলে (রাজ্য/জেলা কাউন্সিল) নথিভুক্তরাই কেবল তালিকাভুক্তির বিষয়ে যোগ্য বিবেচিত হবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা,নির্ধারিত ফি, অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি সহ জোনাল অফিস, কলকাতা বা কোনও নিকটস্থ শাখা থেকে উপলব্ধ নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন করতে হবে।

২) পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলা এবং কলকাতায় বিভিন্ন শাখায় সম্পদের মূল্যায়ণ নিমিত্ত ভ্যালুয়ার নিযুক্ত করা হবে। তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্যতা, যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য জোনাল অফিস কলকাতা বা কোনও নিকটস্থ শাখায় উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে।

নির্ধারিত আবেদনের ফর্মে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য নথি সহ উক্ত ঠিকানায় বা নিকটস্থ শাখায় ০৭.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার, কলকাতা জোন

Indian Bank ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল ৮(১) অধীন

শান্তিপুর ব্রাঞ্চ, ডাকঘরের নিকট, শান্তিপুর
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৬৩

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৬.০২.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : ১. শ্রী অমর আচার্য**, পিতা শ্রী খগেন্দ্র আচার্য ৪২, আচার্য পাড়া, পো. এবং থানা শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি গীতা আচার্য,** স্বামী অমর আচার্য, ৪২, আচার্য পাড়া, পো. এবং থানা শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা - শ্রী শিশির চক্রবর্তী,** গৌরহরি লেন, পো. এবং থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা - পূর্ণেন্দু নাথ নাথ** এস সি রোড, পো. এবং থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ শান্তিপুর শাখার নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১১,০০,৯৯৮.১৯ টাকা (এগার লাখ নশো আটানব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা) টাকা ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ মে ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১১,০০,৯৯৮.১৯ টাকা (এগার লাখ নশো আটানব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা) টাকা ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ২৪, খতিয়ান নং আরএস ৬৩৭, ৬৩৯,৬৪১, বর্তমান খতিয়ান নং ১৫৮৮/১, এলআর ১১৮৩, ৪৫, প্লট নং আরএস ৮৫৩ এবং ৮৫৪, ৮৫৪/১১৬০, ৮৫৪/১১৬১, জমির এরিয়া ৬.৫০ ডেসিমেল, ওয়ার্ড নং ৫, আচার্য পাড়া, পো এবং থানা : শান্তিপুর, শান্তিপুর পুরসভা অধীন, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১৪০৪, জমির শ্রেণি : বাড়ি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৬৬ তারিখ ০১.০৩.২০০২, **সম্পত্তি শ্রী অমর আচার্য** পিতা খগেন্দ্রনাথ আচার্য এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :শ্রী বলরাম মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুরসভা সড়ক, পূর্বে : উদয়ণ মুখার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে : রঞ্জিৎ গাঙ্গুলির সম্পত্তি।

তারিখ : ২৪.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শান্তিপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF
CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED
Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India | CIN: L92100WB1986PLC218825
Phone: +91-77199 13351 | E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | Website: www.cineradcommunications.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 EQUITY SHARES REPRESENTING 26.00% PERCENT OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED, BY THE ACQUIRERS PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS.

This public notice is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the Offer, for and on behalf of the Acquirers. This is to bring to the notice of Public Shareholders that the dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders of Cinerad Communications Limited was completed on May 7, 2024, through Email and Speed Post. Those Public Shareholders who have not received the Letter of Offer through Email or Speed Post may download the same from website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE at www.bseindia.com or website of the Manager to the Offer at www.vivro.net. Public Shareholder having any queries regarding Open Offer or for requirement of physical copy of LOF may contact Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

Capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the meaning assigned to in such terms in the LOF.

Registrar to an Offer	Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers
NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED **Address:** 3A Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata - 700 017. | **CIN:** U74140WB1994PTC062636 **Tel No.:** +91 33 2280 6616 / 17 / 18 **Email:** nichetechpl@nichetechpl.com **Website**: www.nichetechpl.com **Contact Person:** Ashok Sen | **SEBI Reg. No.:** INR000003290	VIVRO **VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | **CIN:** U67120GJ1996PTC029182 **Tel No.:** 079 - 4040 4242 | **Contact Person:** Shivam Patel **Email**: investors@vivro.net | **Website:** www.vivro.net **SEBI Reg. No.** MB/INM000010122

For & on behalf of Acquirers
Sd/-
Pankaj Ramesh Samani
Acquirer - 1

Date: May 24, 2024

AdBaaz

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০১.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রূপেশ দুবে (জামিনদাতা মেসার্স দুবে এন্টারপ্রাইজ)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৫৫,৭২১.০০ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ একুশ টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ মে ২০২৩ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **২২,৫৫,৭২১.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি রূপেশ চন্দ্র দুবের নামে এরিয়া ০.০২ একর, অবস্থিত মৌজা : কোত্রা, জেএল নং ১২১, আরএস খতিয়ান নং ৪২৮, আরএস প্লট নং ২৭৩২ এবং ২৭৩৫, গ্রাম এবং পো : কুস্তাউর, থানা : পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১২৬, উল্লেখ্য দলিল নং ১৫৯৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মিহির দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, পূর্বে : বীরু সুপকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নিজস্ব সম্পত্তি।

তারিখ- ২৪.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান- পুরুলিয়া ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम Union Bank of India A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত ১২.০৬.২০২৪ তারিখে বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **'অনলাইন ই-নিলাম'** বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ১২ জুন, ২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ১১ জুন, ২০২৪ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক. শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি,** পিতা- শ্রীধর সেনাপতি এবং **শ্রীমতি সুপর্ণা সেনাপতি,** স্বামী-সৌমিত্র সেনাপতি **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাউথ সিঁথি ব্রাঞ্চ (৫৬৪৩৬২)** **গ. সম্পত্তি:** আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং ০২, মার্বেল মেঝের লিফট সুবিধা ছাড়াই, পরিমাপ ৫৬৮ বর্গফুট (পাঁচশত আটষট্টি বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার পিছনের অংশে ,প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বার) ছটাক ১৮ (আঠার) বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত সেইসঙ্গে তথায় থাকা (জি+৩) তলা বিল্ডিং সহ, থানা ও পৌরসভা বরানগর, ২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত, জেএল নং ১০, আরএস/এলআর খতিয়ান নং ৩০২, মৌজা - নৈনান পূর্ব, রে সা নং ১২, আরএস / এল.আর দাগ নং ৩০৬ সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং.৫০৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩ এর অধীনে, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, প্রেমিসেস নং ৫/১/ই, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন, কলকাতা - ৭০০০৫০, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাসিপুর দমদম এর মধ্যে - **শ্রী সৌমিত্র সেনাপতির নামে**। যে জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- ১৬' চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৫/১/ডি, বীর অনন্ত রাম মণ্ডল লেন, পূর্বে- ২০' চওড়া পৌরসভা রাস্তা, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৫/১/জে, বীর অনন্ত রাম মন্ডল লেন দ্বারা। **ঘ. শ্রী সৌমিত্র সেনাপতি** **ঙ. UBIN0564362** **চ. UBINKOLKOG8436**	ক) ১৬,৫৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৫,৩০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬,৫৩০.০০ টাকা	ক) ০৩.০৬.২০২৩ তারিখে ১৬,৭৮,৩৯৫.৫৪ টাকা (যোলো লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী রাজেশ কুমার সিং মো. ৯৯১৮৫০৮৩৩৩**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
২.	**ক. মেসার্স জেবি এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- মোকশেদ আলী মন্ডল** **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জুগবেড়িয়া শাখা (৯১৪৮৪৩)** **গ. সম্পত্তি:** প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৭ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- চক চাতুরিয়া, জে.এল. নং. ৩৬, রে সা নং ১৩৪½, তৌজি নং. ১৪৬, আর. এস. খতিয়ান নং ৭৮, এল. আর. খতিয়ান নং ৭১৩, আর. এস. ও এল. আর দাগ নং ৫৬ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ১৮৭৮/১/এ, চক চাতুরিয়া, (আরিফবাড়ি), থানা- বারাসাত, ওয়ার্ড নং ২১ (০৪), বারাসাত পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা, মোকশেদ আলী মন্ডলের নামে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- মহঃ মফিজাদ্দিনের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- অন্যের জমি দ্বারা, পশ্চিম- মহঃ মফিজাদ্দিন মন্ডলের বাড়ি দ্বারা **ঘ. জনাব মোকশেদ আলী মন্ডল** **ঙ. UBIN0914843** **চ. UBINKOLKOG0994**	ক) ২৫,৬৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৬,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫,৬৫০.০০ টাকা	ক) ০১.০৬.২০২৩ তারিখে ১০,১৯,৮৭৪.৫৪ টাকা (দশ লক্ষ উনিশ হাজার আটশত চুয়াত্তর টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী রাজেশ কুমার সিং মো. ৯৯১৮৫০৮৩৩৩**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৩.	**ক. মেসার্স জে.পি. গুপ্তা, স্বত্বাধিকারী: শ্রী কালী প্রসাদ গুপ্তা** **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা এনইউজেএস((৯০৬৬৩৮)** **গ. সম্পত্তি:** অবিভক্ত এক এর সমান অর্ধেক শেয়ার বা অংশ এবং বিল্ডিং সহ জমির যে অংশে নির্মিত বা খাড়া হয়ে আছে তার এক ও অভিভাজ্য অংশের সকল এলাকার পরিমাপ আনুমানিক ৩ (তিন) কাঠা ৫ (পাঁচছটাক এবং ৭ (সাত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (মোট এলাকা ০৬ (ছয়) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক এবং ১৪ (চৌদ্দ) বর্গফুট এবং যার অবস্থান প্রেমিসেস নং ১৭এ, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড, পৌরসভার সীমার মধ্যে অবস্থিত কলকাতা শহর ডিহি পঞ্চান্নগ্রামে হোল্ডিং নং ৭৫, ৭৬, ৭৭ এবং ৭৮ ডিভিশন ২ -এর সাব-ডিভিশন ৯-এ, থানা- উল্টাডাঙ্গা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - শিয়ালদহ অ্যাসেসি নং ১১০১৩১২০০৬৫১ এর অধীনে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৭, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; দক্ষিণ- বস্তি, পূর্ব - প্রেমিসেস নং ১৮, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; পশ্চিম - কীর্তিবাস মুখার্জি রোড দ্বারা। **ঘ. শ্রীমতী কিরণ কুমারী গুপ্তা** **ঙ. UBIN0906638** **চ. UBINKOLKOG9124**	ক) ১,১৫,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ১১,৫৩,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১,১৫,৩০০.০০ টাকা	ক) ১,৯৩,৩৯,২৩১.১১ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী ভিনিত বিজয় সিং মো. ৯৯৭১৫০৭৯৯৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
৪.	**ক. মেসার্স কিরণ ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী: মিসেস কিরণ কুমারী গুপ্তা** **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা এনইউজেএস (৯০৬৬৩৮)** **গ. সম্পত্তি:** গোডাউন এবং কাঠামো সহ প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ২, উজির চৌধুরী রোড, থানা- উল্টাডাঙ্গা এর এক্তিয়ারের মধ্যে, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস - ২৪ পরগনা জেলার শিয়ালদহ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, প্রেমিসেস নং ২, উজির চৌধুরী রোড, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড অ্যাসেসি নং ১১০১৩১৪০০০১৯-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ৪ উজির চৌধুরী রোড বিল্ডিং দ্বারা; দক্ষিণ - উজির চৌধুরী রোড দ্বারা; পূর্ব - প্রেমিসেস নং ৩, উজির চৌধুরী রোড দ্বারা; পশ্চিম - ৪বি, উজির চৌধুরী রোড বিল্ডিং দ্বারা। **ঘ. শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্তা** **ঙ. UBIN090663** **চ. UBINKOLKOG9125**	ক) ১,০২,৮১,০০০.০০ টাকা খ) ১০,২৮,১০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০২,৮১০.০০ টাকা	ক) ১,৫২,৩১,৮০৪.৭২ টাকা (এক কোটি বাহান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশত চার টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে **(খ) শ্রী ভিনিত বিজয় সিং মো. ৯৯৭১৫০৭৯৯৮**	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য। * সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এমএসটিসি হেল্পডেস্ক ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '১৮০০ ১০২ ৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে"** বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "নির্দেশিকা" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১২.০৬.২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ১১.০৬.২০২৪ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।**

৬. **পরিদর্শনের ১১.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টার মধ্যে।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (**কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির** জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৪.০৫.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জঙ্গলমহলে মাওবাদী নয়, কমিশনের চ্যালেঞ্জ হাতি!

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলে বিচ্ছিন্ন ভাবে দাপিয়ে বেড়ানো ১০০ হাতিকে সামাল দিয়ে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করাই কমিশনের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি। মাত্র কয়েক বছর আগেও মাওবাদী অধ্যুষিত জেলা বলে পরিচিতি থাকলেও মাওবাদীরা এখন ঝাড়গ্রামের মাথাব্যাথার কারণ নয় বললেই চলে। বর্তমানে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাতির দল। তাই ভোটের দিন এবং তার আগের দিন হাতিদের সামাল দিতে প্রশাসনিক ভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলার বনাঞ্চলগুলি চারটি বনবিভাগে বিস্তৃত রয়েছে। বিভাগগুলি হল রূপনারায়ণ, খড়গপুর, মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম। এই চারটি বনবিভাগে প্রায় ১০০টি হাতি অবস্থান করছে। তার মধ্যে শুধু ঝাড়গ্রাম বিভাগেই রয়েছে ৭৩টি হাতি। খড়গপুর

বিভাগে রয়েছে ২২টি। বাকি মেদিনীপুর এবং রূপনারায়ণ বিভাগে ২/৩ টি করে রয়েছে।

হাতিদের গতিবিধি অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম বন বিভাগ ইতিমধ্যে ১৪০টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাকি তিনটি বিভাগ নিয়ে মোট স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ২০০'র বেশি। জঙ্গল লাগোয়া এই সমস্ত বুথগুলোতে থাকছে বিশেষ নজরদারি। রেঞ্জ অনুযায়ী ভাগ করে প্রতিটি রেঞ্জে ৩ থেকে ৫টি করে মোবাইল টিম, ২টি করে হুলা টিম এবং ৩টি করে গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে থাকছে হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়ি। প্রয়োজন অনুসারে মুভ করানো হবে ঐরাবত।

ভোটকর্মীদের জঙ্গল লাগোয়া বুথগুলিতে যাওয়ার আগে হাতির মুভমেন্ট জেনে তাঁদের নিরাপদ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বুথ এলাকার পাশাপাশি হাতি থাকলে তৎক্ষণাৎ হুলাপার্টি দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার সকাল থেকেই প্রতি মুহূর্তে হাতির দলের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে বন দপ্তর। বন দপ্তরের ৪টি বিভাগেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকার ভোটাররা খুব সকাল সকাল জঙ্গল রাস্তা ধরে বুথে গিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ান। হাতি থাকলে রাত থেকেই সেই সমস্ত জঙ্গল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। বসানো হচ্ছে ড্রপ গেটও। সবমিলিয়ে হাতির হানায় যাতে একজন ভোটারও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য জঙ্গলমহল জুড়ে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪ তারিখের পরে মানুষ বলবে, দিদি ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা, দাবি দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: '৪ তারিখের পরে মানুষ বলে দেবে দিদি ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা', বর্ধমানে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কর্মীদের নিয়ে চায়ের আড্ডায় বললেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভায় বলছেন, মানুষ চাইলে মাথানত করে সরে যাব। সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'উনি বুঝতে পেরেছেন সরিয়ে দেওয়ার আগে সসম্মানে সরে যাওয়া ভালো। আর এটা ৪ তারিখের পরে মানুষ কিন্তু বলে দেবে যে দিদি ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা।' নন্দীগ্রাম এখনও জ্বলছে প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন,'ইলেকশন যেখানে যেখানে হচ্ছে দক্ষিণবাংলায় সব জায়গায় গণ্ডগোল করার চেষ্টা হচ্ছে। কারণ টিএমসির জেতার কোথাও চান্স নেই, গণ্ডগোল করে ভয় দেখিয়ে ভোটারদেরকে,আমাদের কর্মীদেরকে না বেরিয়ে যাতে ভোট না দেয় এসব করে কোনও কিছু আটকাতে পারবে না, এই হিংসা টিংসা যা করার এই ইলেকশনে করে নিচ্ছে, এরপরে পশ্চিমবাংলায় আর এরকম কেউ করতে পারবে না।'

শুক্রবার বর্ধমান শহরের বাদামতলা এলাকায় প্রাতঃভ্রমণ করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তারপর তিনি বিরহাটা এলাকায় চায়ে পে চর্চায় যোগদান করেন। বিজেপি কর্মী খুন হওয়ার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'খুন খারাপি তো চলতেই থাকে, এই প্রথম বোধহয় খুন হল এই নির্বাচনে। ইলেকশনকে কেন্দ্র করে খুন খারাপি তো হয়েই থাকে। একজন ৫৬ বছরের মহিলাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের কী সুরক্ষা আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। আপনারা শুনেছেন বাংলাদেশে একজন এমপি তিনি ট্রিটমেন্ট করাতে এসেছিলেন তিনিও খুন হয়ে গিয়েছে বাংলায়। পশ্চিমবাংলায় কার সুরক্ষা আছে। দেশি-বিদেশি স্ত্রী পুরুষ, ধনী-গরিব গ্রাম শহর কোথাও সুরক্ষা নেই, সেটা বারবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এটা বিচার করুক।'

ইলেকশন কমিশনের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ইলেকশন কমিশনের সক্রিয়তা আছে বলেই প্রত্যেকটি মানুষ ভোট দিয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে ভোট দিতে দেয়নি। কিন্তু সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের নয় এটা তো প্রশাসনের, পুলিশের কাজ। ওরা চলে গিয়েছেন তাই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন এটা আগে ছিল পরেও থাকবে। যেটা হচ্ছে না মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকার এটা করাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছে, জায়গা আপনি ঠিক করুন মঞ্চ আপনি ঠিক করুন সরাসরি ডিবেট হবে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দেখুন প্রধানমন্ত্রীর কোনও কাজ নেই যে ওঁদের মতো ফালতু লোকেদের সঙ্গে ডিবেট করবে,যাদের কোনও কাজ নেই ডিবেট করবে।

গোরু পাচার চক্র অন্যতম পান্ডা এনামুলের সংস্থার টাকা দেবের সিনেমায় ইনভেস্ট করা হয়েছে, পরে যদিও বলা হচ্ছে যে, সেই টাকা দেব ফিরিয়ে দিয়েছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন-উত্তরের দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এইসব তথ্য প্রমাণ আছে বলেই ইডি-সিবিআই ডাকছে বহুলোককে, আমাকেও ডাকা হয়েছে, এখন দেখা যাক তথ্য প্রমাণ যদি থাকে কোর্টে গিয়ে তার জবাব দিতে হবে, পাঁকেতে যারা ঢুকেছেন, টিএমসি পার্টিতে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের গায়ে কালি লেগেছে। কলকাতার রাজপথে সাধু সন্ন্যাসীরা প্রতিবাদে নামছেন, পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষ সমস্ত পেশার মানুষ কোনও না কোনও ভাবে প্রতারিত। তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। বাকি ছিলেন সাধু সন্ন্যাসীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরও অসম্মান করেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন আজকে মঠ মন্দির চালানো মুশকিল টিএমসি থাকলে।'

সৌমিত্র খাঁর নামে পোস্টার, দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন, বালি মাফিয়া উল্লেখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটের ঠিক একদিন আগেই সৌমিত্র খাঁর নামে পোস্টার উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বিষ্ণুপুর লোকসভার কোতুলপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে কোতুলপুরের সবজি বাজার ও ভদ্রপাড়া এলাকায় সৌমিত্র খাঁর নামে ছাপানো বহু পোস্টার পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির দাবি, এই পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপির বিক্ষুব্ধরাই এই কাজ করেছে।

আগামিকাল বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে এদিন সকালে বাঁকুড়ার কোতুলপুর সবজি বাজার ও ভদ্রপাড়ায় বেশ কিছু পোস্টার পড়ে

থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সৌমিত্র খাঁর চার্জশিট শীর্ষক ওই ছাপানো রঙিন পোস্টারে তাঁর কার্টুন আঁকার পাশাপাশি তাঁকে বালি মাফিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পোস্টারে সৌমিত্র খাঁর চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূল পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে এইসব কর্মকাণ্ড করেছে। পোস্টারে উল্লেখ করা সমস্ত বিষয় সত্য দাবি করে তৃণমূলের অভিযোগ, এই কাজ করেছে বিজেপিরই বিক্ষুব্ধ অংশ। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

রেমালের আভাসে তড়িঘড়ি মালদার বাগানে আম পাড়ার কাজ চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রবিবার থেকেই ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়বে মালদা সহ গোটা উত্তরবঙ্গের। তার আগেই তড়িঘড়ি মালদার বিভিন্ন বাগান থেকেই আম পাড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন চাষিরা। আবহাওয়া দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঝড়ের প্রভাবের বেগ বেশি থাকবে। তবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে এই ঘূর্ণিঝড় রেমাল বয়ে যাবে। আর আবহাওয়া দপ্তরের এমন পূর্বাভাস শুনেই দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়ে গিয়েছে মালদার আম থেকে লিচু চাষিদের। এমনকি এই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ধান, গম, পাটেরও চরম ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা।

এই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটের আগে ইতিমধ্যে মালদার বেশ কিছু এলাকার বাগানে তড়িঘড়ি আম পাড়ার কাজ শুরু করেছেন চাষিরা। পুরাতন মালদা ব্লকে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপুর এলাকার আমচাষি প্রণব মণ্ডল, নারায়ণ মণ্ডলদের দাবি, 'যে ঝড়ের কথা বলা হচ্ছে, সেটি সাংঘাতিক আকার নিতে পারে। গাছের অর্ধেক আম হয়তো ঝড়ে পড়ে যাবে। প্রচুর টাকার ক্ষতি হতে পারে। ফলে এই মুহূর্তে যতটা সম্ভব হচ্ছে গাছ থেকে আম পাড়ার কাজ সম্পূর্ণ করছি। পরবর্তীতে সেগুলি কী ভাবে পাকানো যায় তা দেখা যাবে। আপাতত আর্থিক লোকসানের হাত থেকে এই ভাবেই আম পেড়ে বাঁচতে হবে।'

কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর এলাকার লিচু চাষি শাহজাহান শেখ, রিয়াদ শেখদের দাবি, 'জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লিচু পাড়ার কাজ শুরু হয়ে যেত। যদিও গাছে লিচু পাকতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আর এখন অপেক্ষা করা যাবে না। ঘূর্ণিঝড় যে ভাবে হওয়ার কথা শুনছি তাতে লিচুর প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। সেই সম্ভাবনার দিকে

তাকিয়েই গাছ থেকে লিচু পেড়ে ফেলা হচ্ছে।'

এদিকে মালদা জেলা আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় রেমাল রবিবার রাত থেকেই আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মালদা জেলা আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক তপন কুমার দাস জানিয়েছেন, আপাতত ঘূর্ণিঝড় রেমাল বাংলাদেশের খেপিপুরা থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ৮১০ কিলোমিটার দূরে মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

২৬ মে সন্ধেবেলা বাংলাদেশের খেপিপুরা পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে। ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে এই ঝড় বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা এবং উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে এর প্রভাব পড়বে। জেলায় জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা এই নিম্নচাপের প্রভাব থাকবে সমস্ত জেলায়। তবে মালদা জেলার ক্ষেত্রে ২৭ মে রবিবার সকাল থেকেই ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে এই ঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরনো উচিত। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মালদা, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলাগুলিতে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

জেলাশাসককে দামোদর-অজয়ে অবৈধ বালির কারবারের অভিযোগ জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এবার অজয় ও দামোদর নদে অবৈধ ভাবে বালি চুরি হচ্ছে বলে জেলাশাসককে অভিযোগ জানিয়ে, বালি পাচার হচ্ছে সংক্রান্ত ভিডিও অ্যাটাচ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন প্রাক্তন আসানসোলের মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

আসানসোল লোকসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলেও, বালি পাচার নিয়ে সরব হলেন পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোল পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র বর্তমানে বিজেপির রাজ্য নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। শুক্রবার তিনি জেলাশাসককে বালি চুরির ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, আসানসোল শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন অজয় ও দামোদর থেকে বালি মাফিয়ারা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি উত্তোলন করে পাচার করছে। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি জেলাশাসককে এই অভিযোগ করার পর অবৈধ বালি পাচার সংক্রান্ত ভিডিও সহ জেলাশাসককে দেওয়া অভিযোগপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

উল্লেখ্য, ভোট পূর্ববর্তী কালে অবৈধ বালি পাচার নিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি সহ আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক বর্তমানে লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বহুবার সরব হন। এমনকি অতিরিক্ত বালি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। ভোট পরবর্তীকালে জিতেন্দ্র তিওয়ারির জেলাশাসকের কাছে এই অভিযোগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ভোটগণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সুষ্ঠুভাবে ভোটগণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক হারিস রাশিদ (ভূমি ও ভূমি সংস্কার), শুভজিৎ মণ্ডল (উন্নয়ন), বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক সুব্রত কুমার বর্মন সহ অন্যান্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। এছাড়া বিজেপি, তৃণমূল, বাম এবং অন্যান্য দলের তরফে প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৪ জুন গোটা দেশের সঙ্গে বালুরঘাট লোকসভা আসনেও গণনা প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। বালুরঘাট কলেজে চলবে গণনা প্রক্রিয়া। তার আগে মূলত সুষ্ঠুভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্যই এদিন সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান করা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। সুষ্ঠু ভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এদিন সমস্ত দলের কাছে সহযোগিতা চান জেলাশাসক।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'গণনাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের প্রস্তুতি আগে থেকে শুরু করে দিয়েছি। গতবারের তুলনায় এবারে লিড যাতে আরও বাড়ে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। জেলাশাসক সব দলের প্রার্থীদের ডেকেছিলেন। তিনি গণনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মকানুনের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। সুষ্ঠু ভাবে যাতে গণনা হয় সেই বিষয়ে আমরা দাবি রেখেছি।'

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট লোকসভা আসনে মোট ভোটার ১৫,৬১,৯৬৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৭,৯৮,২১৭ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭,৬৩,৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮১ জন। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫৬৯টি। এর মধ্যে ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মোট ১২৩৫৩৪০ জন ভোটার। অর্থাৎ, মোট ভোটারের প্রায় ৭৯.০৯ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। যার মধ্যে ৬১৬৬৬৭ জন পুরুষ, ৬১৮৬৪৯ জন মহিলা ও ২৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের দিন কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএমগুলি বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে, পরের দিন হরিরামপুর, কুশমন্ডি ও ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএমগুলি কড়া নিরাপত্তায় বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে সেগুলি এখন রয়েছে স্ট্রং রুমে। সিসি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে স্ট্রং রুম সহ কলেজ ক্যাম্পাস। মোট ১৫৬৯টি ইভিএম বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে ১৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য বন্দি রয়েছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগে উত্তপ্ত মঙ্গলকোট, পার্টি অফিসে তালা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের অভিযোগে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট। এলাকার তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর অনুগামীরা শুক্রবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পার্টি অফিস থেকে বার করে দখল নেন। অভিযোগ অস্বীকার বিধায়কের।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ মঙ্গলকোটের নতুনহাট পার্টি অফিস খুলে পরিষ্কার করছিলেন দু'জন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, এরপরেই মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রহিম মল্লিকের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল কর্মী এসে পার্টি অফিসে বসে থাকা স্থানীয় কর্মীদের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলেন। এরপর শুরু হয় বচসা। খবর প্রকাশ হতেই একে একে জড়ো হতে শুরু করেন এলাকার স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। এরপর রহিম মল্লিকের অনুগামীরা স্থানীয় কর্মীদের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিতে থাকেন। এমনকি লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে হামলা করার অভিযোগ করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। তিনি আরও দাবি করেন, তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্ত সরকার ও তাঁর প্রাণহানি হতে পারে।

খবর যায় ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা মঙ্গলকোট থানায়। থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। দু'পক্ষের অভিযোগ শুনে মোতায়েন করা হয় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনীকে। তালা দেওয়া হয় তৃণমূলের পার্টি অফিসে। এরপর পার্টি অফিস থেকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা বেরিয়ে যান। গাছতলায় তাঁরা বসে পড়েন। এলাকার স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানানো হবে। অপরদিকে এলাকার বিধায়ক যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি অস্বীকার করে বলেন, 'কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। তৃণমূল কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না।'

সাধুদের মুখ্যমন্ত্রীর অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা চলাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্তদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করার প্রতিবাদে শুক্রবার রানিগঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় বলে জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রানিগঞ্জ শাখার সম্পাদক শুভম রাওয়াত।

এই মিছিলটি রানিগঞ্জ সীতারাম জিউ মন্দির থেকে শুরু হয়ে রানিগঞ্জ নেতাজি মূর্তির কাছে গিয়ে সমাবেশে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রানিগঞ্জ শাখার সম্পাদক শুভম রাওয়াত জানান, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং সাধুদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলেছেন। তাই আজ সারা রাজ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন করা হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথার জন্য ক্ষমা না চাইলে আগামী সময়ে ব্যাপক আন্দোলন হবে।

ওবিসি আইন সংরক্ষণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল তৃণমূলের দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওবিসি আইন সংরক্ষণ বাতিল প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিক বৈঠক থেকে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ আইন বাতিল করেছে। ৫ লক্ষ ত্রুটিপূর্ণ সার্টিফিকেট বাতিল করা হচ্ছে। এটা একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছিল তৃণমূল সরকারের। অনেক বড় একটা ফ্রড, যার বিরুদ্ধে আমরা লড়ছিলাম। যখন থেকে সিপিএম এটা শুরু করেছিল ১০ সালে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। ভোট নেওয়া একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল। সিপিএম শুরু করেছিল তৃণমূল সেটাকে বাড়িয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সমাজে যে অব্যবস্থা, মহিলাদের অসম্মান, অত্যাচার রাজনৈতিক হিংসা সিপিএমের আমলেই ছিল। কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচন যেটার লক্ষ্যে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সিপিএমের সমস্ত অপকর্ম তৃণমূল সরকার বিষবৃক্ষে জল দিয়ে বাড়িয়েছে। সুকুমার মাহাতো একজন কুড়মি সম্প্রদায়ের ভক্ত মানুষ বলে আমরা জানি। কিন্তু এসটি সার্টিফিকেট পেয়ে তিনি বিধায়ক হয়েছেন।' বর্ধমান জেলা সদর দপ্তরে এদিন দিলীপ ঘোষ ছাড়াও ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি ও জেলা নেতৃত্ব।

পুলিশি হয়রানির বিরুদ্ধে অগ্নিমিত্রার অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মেদিনীপুরে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থানে বসলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, গত দু'দিন ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা-নেত্রীদের বাড়ির সামনে পুলিশ টহল চলছে, নেতা-নেত্রীদের এভাবে পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে শুক্রবার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপি প্রার্থী নিজেই অবস্থানে বসেন।

নির্বাচন আবহে অকাল রথে জমজমাট কামিনা

মনোজ চক্রবর্তী ● উলুবেড়িয়া

হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার কামিনা একটি গ্রাম। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে রাজাপুর খাল। এই খালের বুক থেকে মাছ ধরেই জীবনযাপন করেন এলাকার বহু মানুষ। অতীতে দিনের শেষে এই এলাকার বেশ কিছু যুবক বাউল গান গাইতেন। তৈরি করেছিলেন বাউলের দল। বাড়ি বাড়ি বাউল গান শুনিয়ে সঞ্চিত অর্থে তৈরি করেছিলেন একটি রথ। যা ফুল রথ নামে পরিচিত ছিল।

আজ থেকে ৮৫ বছর আগে পাশের এলাকার ফতেপুরে সেই সময় রথ হত। কামিনা গ্রামে রথের অভাব মিটিয়েছিলেন এই বাউল শিল্পীরা। পরবর্তীতে এলাকার কৃতি হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ভূপতি সামন্ত যিনি কিশোরী চিকিৎসক নামই পরিচিত

ছিলেন তিনি বাউল শিল্পীদের এই রথকে আরও বড় আঙ্গিকে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। বলা ভালো বাউল শিল্পীদের আবদার মেনে নেন সংস্কৃতিমনস্ক এই মানুষটি। প্রায় দু' বছরের চেষ্টায় তৈরি হয় কাঠের রথ। কাঠের চাকা। রথের গায়ে আঁকা হয় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী।

আষাঢ় মাসের রথে খরস্রোতা রাজাপুর খাল পেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময়। তাই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কুলদেবতা অনন্ত দেবকে রথে বসিয়ে প্রথম গ্রাম পরিক্রমা করেন ভূপতিবাবু। পরেই এই সামন্ত পরিবার পর্যায়ক্রমে পালা ভাগ করে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন পরিচালনা করে আসছে এই অকাল রথযাত্রা। বর্তমান প্রজন্ম সুব্রত সামন্ত, তাপস সামন্ত দেবব্রত সামন্ত, আঙুর বালা সামন্ত জানান, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রথের দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। ন'দিন পর ফিরতি রথে পুতুল নাচ আজও ধরে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আবহ ভুলে বৃহস্পতিবার রাতেও অকাল রথকে কেন্দ্র করে মেতে থাকল কামিনা গ্রাম।

আজ ষষ্ঠ দফায় নজরে দিল্লি, হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশও বিহার

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ পর্যায়ে। আর বাকি দু-দফা। যার প্রথমটি আজ। ষষ্ঠ দফায় ৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৮টি আসনে ভোট। এর অধিকাংশেই উনিশে ছিল বিজেপির দখলে। এবার মোদির সেই গড়ে দাঁত ফোটানোই চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের।

এই পর্বে বাংলায় ভোট হচ্ছে তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে। এরাজ্যের ৮টি আসন ছাড়াও ভোট হচ্ছে বিহার (৮), হরিয়ানা (১০), ঝাড়খণ্ড (৪), ওড়িশা (৬), উত্তরপ্রদেশ (১৪), দিল্লি (৭) ও কাশ্মীরে (১)। এর মধ্যে কাশ্মীরের অনন্তনাগ আসনটিতে ভোট আগেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার জন্য ভোট পিছিয়ে ষষ্ঠ দফায় করা হয়।

এই ৫৮ আসনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ৮৮৯ জন। এই পর্বের হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির বাঁশুরি স্বরাজ, মনোজ তিওয়ারি, মনোহর লাল খাট্টার। কংগ্রেসের কানহাইয়া কুমার, দিপেন্দ্র সিং হুডা। এরাজ্যের হেভিওয়েটদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারী, তৃণমূলের দেব, জুন মালিয়ারা।

এই পর্বে সবচেয়ে মজাদার লড়াই দিল্লি এবং হরিয়ানায়। দিল্লিতে আগের বার সবকটি আসন জিতেছিল বিজেপি। এবার আপ ও কংগ্রেস জোট হওয়ায় কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে গেরুয়া শিবির। আবার হরিয়ানাতেও প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইছে। সেরাজ্যেও এবার আপ -কংগ্রেস জোটের সঙ্গে জোর লড়াই বিজেপির। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও কঠিন লড়াই হবে। কাশ্মীরের অনন্তনাগ রাজৌরি আসনটি আবার ন্যাশনাল কনফারেন্সের গড় হিসাবে পরিচিত। সেটাও বাঁচানোর লড়াই আবদুল্লাহদের।

মিনিবাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৭, আহত ২০

শ্রীনগর, ২৪ মে: শুক্রবার সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মুখোমুখি মিনি বাস-ট্রাকের সংঘর্ষ। মৃত কমপক্ষে ৭ জন। জখম আরও ২০ জন। দিল্লি-জম্মু জাতীয় সড়কের উপরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, বাসটিতে পুণ্যার্থীরা ছিলেন। সকলে বৈষ্ণোদেবী যাচ্ছিলেন।

এ দিন ভোরে আখনুরের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশ থেকে বাসটি জম্মু যাচ্ছিল। বাসে ৩০ জন পুণ্যার্থী ছিলেন। সকলেই একই পরিবারের সদস্য। জানা গিয়েছে, দিল্লি-জম্মু জাতীয় সড়কের উপরে ট্রাকটি যাচ্ছিল। পিছনেই ছিল বাসটি। হঠাৎ ট্রাকটি ব্রেক মারে। বাসচালক ব্রেক মারার চেষ্টা করলেও, সম্ভব হয়নি। সজোরে গিয়ে বাসটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আরও চারজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম আরও ২০ জন। দুর্ঘটনার পরই ট্রাকচালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে।

বাসের একজন যাত্রী জানিয়েছেন, ট্রাকটির সামনে থাকা একটি গাড়ি পেট্রোল পাম্পে ঢোকার জন্য হঠাৎ মোড় নেয়। দুর্ঘটনা এড়াতে সজোরে ব্রেক কষে ট্রাকটি। পিছনেই দ্রুতগতিতে আসছিল বাসটি। হঠাৎ ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ায়, গতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। ট্রাকের পিছনে ধাক্কা লাগতেই সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশটি।

পিকে বিজেপিরই লোক, বিস্ফোরক দাবি তেজস্বীর

পাটনা, ২৪ মে: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নিয়ে একের পর এক ভবিষ্যৎবাণী করে চলেছেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। তাঁর মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনীতিতে। নির্বাচনে বিজেপিকে এগিয়ে রাখা পিকের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁকে ট্রোজান হর্সের সঙ্গে তুলনা করে তেজস্বীর দাবি, 'পিকে বিজেপির সদস্য।' একইসঙ্গে জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমারকে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'অমিত শাহের নির্দেশে দলে তাঁকে জেডিইউ সহ-সভাপতি করা হয়।'

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তেজস্বী বলেন, 'খোদ নীতীশ কুমার একবার সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছিলেন তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের নির্দেশে প্রশান্ত কিশোরকে জেডিইউর সহ-সভাপতি করা হয়। তাঁর সেই বক্তব্যের পর অমিত শাহ কিংবা পিকে তাঁর দাবিকে খণ্ডন করেননি। এর চেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ আর কিছুই হতে পারে না যে পিকে বিজেপির সদস্য।' তেজস্বী আরও বলেন, 'একটি দলের সভাপতি নির্বাচনী বাজারে একজন ব্যক্তিকে আর একটি দলের (জেডিইউ) সহ-সভাপতি করলেন এবং সেই দল (বিজেপি) তাঁর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গ-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে তাঁকে দল থেকে বরখাস্ত করল। অঙ্কটা আপনারা বুঝুন।' শুধু তাই নয়, গোটা বিষয়টি পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করে তেজস্বী আরও বলেন, 'সবটা এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই ব্যক্তি (পিকে) একটি দলের (বিজেপি) হয়ে কাজ করেন, কিন্তু সেই দল ছেড়ে অন্য একটি দলে যান। এবং পুরানো দলকে সব তথ্য ফাঁস করতে থাকেন।'

মায়াভার্স চালু করার ঘোষণা এমএআই ল্যাবসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এমএআই ল্যাবস, তার উদ্ভাবনী এবং নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তির জন্য পরিচিত। এবার এমএআই ল্যাবসের তরফ থেকে মায়াভার্স চালু করার কথা ঘোষণা করা হল। গর্বের সাথে সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এই অত্যাধুনিক ইমারসিভ টেক প্ল্যাটফর্মটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ম্যাককিনসির একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই ডোমেন একটি বিশাল সুযোগ উপস্থাপন করতে চলেছে। যা ২০৩০ সালের মধ্যে ভোক্তা এবং এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে ৫ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার উৎপন্ন করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সঙ্গে ওই প্রতিবেদনে এও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সাথে, এটি আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে বাণিজ্যিক এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত।

কেদারনাথগামী কপ্টারের জরুরি অবতরণে প্রাণ বাঁচল পুণ্যার্থীদের

উত্তরাখণ্ড, ২৪ মে: বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন পুণ্যার্থীরা। মাঝ আকাশে বিকল হয়ে পড়া হেলিকপ্টার থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, কপ্টারে থাকা সব যাত্রীই আপাতত নিরাপদে রয়েছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ যাত্রা শুরু করেছিল কেদারনাথের হেলিকপ্টারটি। ছ-জন পুণ্যার্থীকে নিয়ে রওনা দেয় কপ্টার। কিন্তু উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবতরণ করেন কপ্টারের পাইলট। কেদারনাথের হেলিপ্যাড থেকে বেশ খানিকটা দূরে কপ্টারটি নামানো হয়। যাত্রীরা সকলে সুরক্ষিত রয়েছেন বলেই স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর।

রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক সৌরভ গাহারওয়ার বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কপ্টারটি অবতরণ করিয়েছেন পাইলট। তার জেরেই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। তবে কপ্টার থেকে নেমে কেদারনাথ দর্শন করে এসেছেন পুণ্যার্থী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "এইএন/সাউথ-এর অধীনে সেন্ট্রাল (ব্যতীত) ও কবি সুভাষ (অন্তর্ভুক্ত) স্টেশনের মধ্যে কিমি ৭/১৪ থেকে ২৫/১১ পর্যন্ত আপ এবং ডাউন লাইনে থ্রু রেল রিনিউয়ালের কাজ"। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,৯২,৬০,০৩৪.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৪৬,৩০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২.০০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৬৩-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা

কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশনের মধ্যে ব্লু লাইনে ২৪.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে বিশেষ রাত্রিকালীন পরিষেবা

কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশন থেকে আপ ও ডাউন উভয় অভিমুখে মেট্রো পরিষেবা সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ১১টায় পাওয়া যাবে।

এই পরিষেবা দু'টি যাত্রাপথে সকল স্টেশনে থামবে।

TICKET COUNTER

টোকেন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করার জন্য প্রতিটি স্টেশনে একটি টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং ঃ ৩ডব্লুটিসিএওসিইআর২০২৪-২৫ ঃ ওপেন ই-টেন্ডার ইন টু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেম, তারিখ ২২.০৫.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ কয়লা ঘাট, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নরূপ কাজ সম্পাদনে ওপেন ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নাম ঃ** মাল্টি ট্র্যাকিং রেলওয়ে বিজি লাইন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ডাবল লাইন অ্যাকোমোডেট করতে, বরাকর ও কুমারধুবি স্টেশনের মধ্যে চে. ২৩০.১২৪ কিমিতে (হাওড়া থেকে ব্রিজের সেন্টার লাইন) স্থিত পাইল ফাউন্ডেশন সহ বরাকর নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং ১৮ (১০× ৩০.৫০ এম+৫×৪৫.৭এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) এবং চে. ২১৯.১১৭ কিমিতে বরাচক—সীতারামপুরের মধ্যে আরওআর (১×৪৫.৭এম+১×৭৬.২এম+৩×৩০.৫এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) এবং চে. ২২৪.৫০৮ কিমিতে সীতারামপুর—কুলটির মধ্যে আরওআর (২×৩০.৫এম+১×৭৬.২এম ওপেন স্টিল গার্ডার) ও সাব ও সুপারস্ট্রাকচারের ব্যবস্থা সহ কালিপাহাড়ি—নিমচার মধ্যে চে. ২০৬.০৫ কিমিতে আরওআর (৪×৩০.৫এম+৪×৭৬.২এম ওপেন ওয়েব গার্ডার) নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য মান ঃ** ৩,৫৭,২৮,৬৮,০৩৬.১৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে সরাসরি বাতিল করা হবে। (CON-19/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

ব্যান্ডেল—কাটোয়া শাখায় ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য **২৫.০৫.২০২৪ (শনিবার) থেকে ২৯.০৫.২০২৪ তারিখ (বুধবার) পর্যন্ত** ৫ দিনের জন্য আপ এবং ডাউন ব্যান্ডেল—কাটোয়া লাইনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, **২৬/০৫, ২৭/০৫, ২৮/০৫ এবং ২৯/০৫/২০২৪ তারিখে** ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- **ইএমইউ বাতিলঃ ব্যান্ডেল থেকে–** ৩৭৭৫১, **কাটোয়া থেকে–**৩৭৭৫২।
- **ইএমইউ নিয়ন্ত্রণঃ** ৩৭৭৪৮ পথিমধ্যে ২৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ (১)** ৩৭৯১৭ আপ হাওড়া—কাটোয়া লোকাল দুপুর ১.২১ মিনিটে বাঁশবেড়িয়া এবং ৩৭৭৪৬ ডাউন কাটোয়া—ব্যান্ডেল লোকাল দুপুর ১.৩৫ মিনিটে ব্যান্ডেল পার হওয়ার পরে ব্লক শুরু হবে **(২)** ব্লক শেষ হওয়ার পরে প্রথম ট্রেন চলবেঃ আপ ব্যান্ডেল—কাটোয়া লাইনে ৩৭৯১৯ আপ হাওড়া—কাটোয়া লোকাল এবং ডাউন ব্যান্ডেল—কাটোয়া লাইনে ৩৭৭৪৮ ডাউন কাটোয়া—ব্যান্ডেল লোকাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা এই সময়ে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

জুন, ২০২৪ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত ই-অকশন কর্মসূচী

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৪। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, **জুন, ২০২৪** মাসের জন্য জামালপুর ডিপোর জন্য অতিরিক্ত তারিখ নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে এবং অন্যান্য ডিপো ও ডিভিশন সমেত জামালপুর ডিপোর অন্যান্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে। **জামালপুর ডিপোর জন্য অতিরিক্ত তারিখ ঃ ০৫.০৬.২০২৪।**

(STORES-14/2024-25) **চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পিওএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** বর্তমানের ৩৫ টন ক্ষমতার বগি লোড টেস্টিং প্রেস-এর মডিফিকেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৯,৯৮,২৫০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২০,০০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিস, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং ঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬২

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ আরএসও-কেজিপি-সিএমএস-এসআরসি-ডিজিএইচএ-২৪, তারিখ ২৩.০৫.২০২৪, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** ০২ (দুই) বছরের অর্থাৎ ৭৩০ দিনের মেয়াদের জন্য সাঁতরাগাছি, আন্দুল, দীঘা, মেচেদাতে কম্বাইন্ড ক্রু লবিতে পরিচালিত সাবার্বান, কোচিং এবং গুডস ট্রেন-এর কার্যকলাপে সিএমএস (ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)-এর আউটসোর্সিং করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১,২২,৩৮,৯৫২.০৯ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১১,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৬.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ১৭.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-185)**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ব্লুলাইন,** মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০ ০৭১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নর্থ সেকশনে ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা এবং স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১৭,২৫,২১৮.৮৯ টাকা, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নংঃ ইএলএম_১২০_টিডব্লুপিইউএমপি_তাং_১৭–৫–২৪

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ভূমিধসে পাপুয়া নিউগিনিতে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা

পোর্ট মোরসবি, ২৪ মে: পাপুয়া নিউগিনির কাওকালাম গ্রামে ভয়াবহ ভূমিধস। এতে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৩টে নাগাদ ভূমিধসের কবলে পড়ে গ্রামটি। স্বভাবতই সেসময় গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ঘুমচ্ছিলেন। এর ফলে গ্রামবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রাম মাটির তলায় চলে যায়। ঘুমের মধ্যেই চিরঘুমে চলে যান বহু মানুষ। ইতিমধ্যেই এই ভূমিধসের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুক্রবার ভয়াবহ ভূমিধসের খবর জানা যায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে। কাওকালাম গ্রামটি পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী পোর্ট মোরসবি থেকে ৬০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোটা গ্রামের মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন ধস নামে ওই গ্রামে। ফলে গ্রামবাসীরা কিছুই বুঝতে পারেননি, তার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনায় অন্তত শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। তবে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছে মাটির নীচ থেকে দেহ উদ্ধার করতে শুরু করেছে। জোর কদমে চলছে উদ্ধারকাজ। এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন।

উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভূমিধসের কবলে পড়া মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। এই বিপর্যয় নিয়ে পোর্গেরা উইমেন ইন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ লারুমা বলেন, 'পাহাড় ধসে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যখন সব মানুষ ঘুমচ্ছিলেন তখন ধস নেমে গোটা গ্রাম তলিয়ে যায়। এই ঘটনায় একশোর ওপর মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা।' এখন কাওকালাম গ্রামজুড়ে শুধুই স্বজনহারাদের কান্না আর হাহাকার।

ফের আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের

ওয়াশিংটন, ২৪ মে: ফের আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের। নিউ ইয়র্কে বাইক দুর্ঘটনার বলি এক ভারতীয় ছাত্র। জানা গিয়েছে, মৃত ভারতীয় ছাত্রের নাম শ্রী বেলেম অচ্যুত। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বুধবার বিকেলে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে পড়াশোনা করতে যাওয়া শ্রী বেলেম অচ্যুত নামে এক ভারতীয় ছাত্রের। অনেক স্বপ্ন নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই তিনি চলে গেলেন। আমেরিকার ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে এই দুর্ঘটনার খবর জানানো হয়। এদিন দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, ' বুধবার বাইক দুর্ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা শ্রী বেলেম অচ্যুত নামে এক ভারতীয় ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত।

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৫.৭৬	১৫৪.৩৯	১৪৬.৫৬	৪০.৬৫	১৭৯.৩৯	২৭৬.৩৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	৫.২০	৫২.৭১	১৩৮.৫৪	৬.৮৭	৫১.৪৩	১৯৭.৫২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৫.২০	৫২.৭১	১৩৮.৫৪	৬.৮৭	৫১.৪৩	১৯৭.৫২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১.০২	৭২.২৬	১৪৭.৯৭	১.৮৫	৬৭.৪৭	২০৪.৯৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৭৬.৪৩	১,৪৭৬.৫৯	-২২৬.৮৮	৪৯৫.৬২	১,৫৬৭.৬৫	-১২২.৬১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	০.১৩	৯.৩৭	১৯.১৮	০.২৪	৮.৭৫	২৬.৫৭
	মিশ্রিত (টা.)	০.১৩	৯.৩৭	১৯.১৮	০.২৪	৮.৭৫	২৬.৫৭

দ্রষ্টব্য :
১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.alfredherbert.co.in** -এ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪ মে, ২০২৪

ফর্ম জি

জসসি প্রপার্টিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড-পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যবিধি এবং জীবজন্তু/মাছের খাবার সরবরাহ ব্যবসায় নিযুক্ত-এর আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম নং	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	জসসি প্রপার্টিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AABCJ9582E CIN : U70101WB2006PTC108054
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	পি ৩০/৩ সিআইটি রোড, স্কিম VI M, ২য় তল, ফুল বাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত বিস্তারিত	● বীমাভরম, অন্ধ্রপ্রদেশ ● বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কোম্পানি গত দুই বছর চালু অবস্থায় নেই। ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেন ৪৫.৭ কোটি টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	স্টাফের সংখ্যা - ০ কর্মী - ০
৮.	ইউআরএল - প্রাপ্ত বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এ ইমেল পাঠিয়ে : ibc.jassi@gmail.com slahiri0207@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এ ইমেল পাঠিয়ে : ibc.jassi@gmail.com slahiri0207@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১০ জুন ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০ জুন ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫ জুন ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৬ জুলাই ২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১১ জুলাই ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ আগস্ট ২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ দাখিলের জন্য ইমেল আইডি	ibc.jassi@gmail.com

স্বা/-
সৌমিত্র লাহিড়ি
জসসি প্রপার্টিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-প্রস্তাব পেশাদার বিষয় সম্পর্কিত
IBBI/IPA-001/IP-P00734/2017-2018/11232
ফ্ল্যাট ১৪ডি এবং ই, টাওয়ার - ৩২, জেনেক্স ভ্যালি, জোকা
ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০১০৪
ইমেল : slahiri0207@gmail.com, ibc.jassi@gmail.com
ফোন : +৯১ ৩৩ ২৩৯০৩৬৪৪, সেল : +৯১ ৮৪২০৯৬৯৮৫৭
(জসসি প্রপার্টিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড)-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪ মে ২০২৪

ফর্ম জি

সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড-পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পরিচালনকারী-এর আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুপার ফরজিংস অ্যান্ড স্টিলস লিমিটেড PAN : AAECS0764Q CIN : L27106WB1968PLC027324
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৬, লায়ন্স রেঞ্জ কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত বিস্তারিত	কলকাতা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	৬৪,৯০০ টি আনুমানিক। প্ল্যান্ট ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিক্রি হয়ে গেছে
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	সাধারণের অবগতির তথ্য অনুযায়ী প্যারা ৮
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৯ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ অনুযায়ী)
৮.	ইউআরএল - প্রাপ্ত বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	https://drive.google.com/drive/folders/1jBy4rmP6RVgzkM82-AS44dm33fRwZdpL?usp=sharing
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	সাধারণের অবগতির তথ্য অনুযায়ী প্যারা ৮
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৮.০৬.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮.০৬.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩.০৬.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৩.০৭.২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৮.০৭.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭.০৮.২০২৪
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ দাখিলের জন্য ইমেল আইডি	cirp.sfsl@gmail.com

কনকাভা রায়
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456
ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রা. লি.
ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭

তারিখ : ২৫.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২০.১০.২০০৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U23100WB2009PTC138958
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা - ভবানীপুর, কলকাতা, পব-৭০০০২৬ ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২.০৫.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৮.১১.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিষেক গুপ্তা আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ cirp.acipl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.০৬.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত তথ্যাদি নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত তথ্যাদি নেই
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Weblink: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২২.০৫.২০২৪ তারিখে।
অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং
IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499

তারিখ : ২৫.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

রবির আইপিএল ফাইনালে কলকাতা বনাম হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের ফাইনালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হবে তারা। পর পর সাত বার আইপিএলের ফাইনালে লিগ পর্বে এক এবং দুই নম্বরে থাকা দল। রাজস্থান রয়্যালসকে শুক্রবার ৩৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে হায়দরাবাদ।

চেন্নাইয়ের মাঠে শিশির পড়ার আশঙ্কা করেছিলেন সঞ্জু স্যামসন। তাই টস জিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে আগে ব্যাট করতে পাঠান তিনি। কিন্তু শুক্রবার শিশির পড়েনি। ফলে বল করতে অসুবিধা হয়নি হায়দরাবাদের। তবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই তাদের ধাক্কা দিয়েছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট। বাঁহাতি পেসার বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন প্যাট কামিন্সদের।

প্রথম ওভারে ১৩ রান দিলেন বোল্ট তুলে নেন অভিষেক শর্মার উইকেট। নিজের তৃতীয় ওভারে বল করতে এসে তুলে নেন রাহুল ত্রিপাঠী এবং এডেন মার্করামের উইকেট। ৫ ওভারের মধ্যে ৩ উইকেট চলে যায় হায়দরাবাদের। কিন্তু তাদের আগ্রাসী ব্যাটিং রানের গতিকে কমতে দেয়নি। পাওয়ার প্লে-অতে ৬৮ রান তুলে নেয় তারা। ১৫ বলে ৩৭ রান করেন ত্রিপাঠী। সেটাই হায়দরাবাদের রানের গতি কমতে দেয়নি।

এ বারের আইপিএলে হায়দরাবাদকে বার বার ম্যাচ জিতিয়েছেন ট্রেভিস হেড। কিন্তু চেন্নাইয়ে তাঁকে সে ভাবে ছড়ি ঘোরাতে দিলেন না রাজস্থানের বোলারেরা। ২৮ বলে ৩৪ রান করে আউট হেড। তাঁকে আউট করেন সন্দীপ শর্মা। তিনিই তুলে নেন হেনরিখ ক্লাসেনকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ৩৪ বলে ৫০ রান করেন। তিনিই হায়দরাবাদকে লড়াই করার মতো রানের পুঁজি দেন।

প্রশংসা করতে হবে বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের। তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেনি হায়দরাবাদ। কিন্তু ১৪ ওভারের মধ্যে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ায় তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। শাহবাজ অলরাউন্ডার। স্পিন বোলিংটা যেমন করতে পারেন, তেমনই ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারেন। হায়দরাবাদের এই পরিকল্পনা কাজে লাগল। ১৮ বলে ১৮ রান করেন শাহবাজ। তিনি একটি দিক আটকে রাখেন। উল্টো দিক থেকে বড় শট খেলেন ক্লাসেন। পর পর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া হায়দরাবাদের কাছে তাঁদের ৪৩ রানের ইনিংস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।

তবে শাহবাজ আসল কাজটা করেন বল হাতে। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে তুলে নেন ৩ উইকেট। যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের উইকেট নেন শাহবাজ। অন্য ব্যাটারেরাও তাঁর বলে খুব বেশি রান করতে পারেননি। শাহবাজ তাঁর প্রথম ওভারেই তুলে নেন যশস্বীকে। সেটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১২তম ওভারে পরাগ এবং অশ্বিনের উইকেট তোলেন। এক ওভারে দু'টি উইকেট নিয়ে হায়দরাবাদকে জয়ের সরণিতে নিয়ে আসেন শাহবাজ।

রাজস্থানের হয়ে লড়াই করেন ধ্রুব জুরেল। দলের বাকি ব্যাটারেরা না পারলেও তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করলেন। যশস্বী ওপেন করতে নেমে ৪২ রান করেছিলেন। বাকি ব্যাটারেরা কেউ ২০ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি। সেখানে জুরেল ৩৫ বলে ৫৬ রান করেন। অপরাজিত থাকেন তিনি। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি। হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিল রাজস্থান।

‘কারও জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে না’, সাক্ষাৎকারে বললেন ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজ চেন্নাই সুপার কিংস। ১৫ বার প্রতিযোগিতা খেলে পাঁচ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। সব চেয়ে বেশি ১০ বার ফাইনালে ওঠার কৃতিত্বও চেন্নাইয়ের ঝুলিতে। চেন্নাইয়ের এই সাফল্যের রহস্য কী? চেন্নাই সুপার কিংসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ধোনি নিজেই।

ধোনি বলেছেন দলের কথা। তাঁর কাছে দলই সবার আগে। ৪২ বছরের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার বলেছেন, ‘‘ধরুন আমাদের দলে দারুণ এক জন ক্রিকেটার রয়েছে। সে হয়তো আমাদের দলের আবহের সঙ্গে পরিচিত নয়। অন্য পরিবেশ থেকে খেলতে এসেছে। আমরা প্রথমে তাকে দলের লক্ষ্য বুঝিয়ে দিই। সে এগিয়ে আসার আগে, আমরা তার দিকে তিন পা এগিয়ে যাই। তাকে সহজ হতে সাহায্য করি সকলের সঙ্গে।’’

ধোনি জানিয়েছেন, তাঁরা কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করেন এক জন ক্রিকেটারকে দলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ দিতে। তিনি বলেছেন, ‘‘দ্বিতীয়ত আমরা বলি, তুমি যেটা ভাল করতে পার, সেটাই করবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তার জন্য অন্যদের যাতে সমস্যা না হয়। তৃতীয়ত আমরা নিজের মতো সময় কাটানোর সময় দিই। অবসর সময় যাই করুক সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। দিনের শেষ আমরা তার সেরা পারফরম্যান্সটা চাই দলের জন্য। আমাদের দল পরিচালকদের লক্ষ্যই থাকে প্রত্যেক ক্রিকেটারের সেরাটা বের করে

আনা। কেউ দলের জন্য খুব ভাল প্রমাণিত হলে তাকে আমরা সম্পদে পরিণত করার চেষ্টা করি।’’

ধোনি জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিটা এক তরফা নয়। দু'পক্ষের সমান সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, ‘‘সেই ক্রিকেটারকেও এগিয়ে আসতে হবে। সে না চাইলে কিছুই সম্ভব নয়। কেউ চাইলে না চাইতেই পারে। তেমন ক্ষেত্রে আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এক জনের ভুল বা অসহযোগিতা দলের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যাক, তা কখনও চাইনি অধিনায়ক হিসাবে। সে যদি খুব বড় মাপের খেলোয়াড়ও হয়, তা হলেও আমরা তাকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। কারও জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে না। কেউ না কেউ ঠিক তার জায়গা নিয়ে নেবে। হতে পারে যে আসবে, সে চলে যাওয়া ক্রিকেটারের মতো বড় মাপের নয়। কিন্তু তার পারফরম্যান্স দলের উপকার করবে।’’

এ বার নিয়ে তৃতীয় বার আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে পারল না চেন্নাই। মাথিশা পাতিরানার চোট এবং মুস্তাফিজুর রহমানের চলে যাওয়া প্রভাব ফেলেছে। আগামী বছর আইপিএল খেলবেন কিনা, এখনও ঠিক করেননি ধোনি। তবে বলেছেন, ‘‘ভয় থাকা ভাল। সকলের মধ্যে ভয় থাকা দরকার। না হলে সাহসী ক্রিকেট খেলা যায় না। দলে জায়গা হারানোর ভয় থাকা উচিত। পারফর্ম করার এই চাপ না থাকলে হয় না। চাপ আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। সব কিছু মনে রাখতে সাহায্য করে। মনের মধ্যে ভয় থাকলে এবং সে ভাবে খেলতে পারলে, বাকিরা মনে করবে আমি সাহসী ক্রিকেটার।’’ সতীর্থদের পরামর্শ দেওয়ার সুরে বলেছেন দেশকে দু'টি বিশ্বকাপ দেওয়া প্রাক্তন অধিনায়ক।

শেষ পর্যন্ত কোচের পদ থেকে জাভিকে বরখাস্তই করল বার্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাটকই বটে! একবার জাভি নিজে থেকে চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মৌসুম শেষে বিদায় জানাবেন বার্সাকে। আরেকবার তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ!

জানুয়ারির শেষ দিকে ব্যর্থতার দায় নিয়ে বার্সেলোনার দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাভি। তাঁকে সেই অবস্থান থেকে নিজের প্রচেষ্টায় সরিয়ে আনেন বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা। কিছুদিন আগে দুজনে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানান। কিন্তু এরপর বার্সার বোর্ডের বিরাগভাজন হয়ে এবার বরখাস্ত হলেন জাভি।

জাভিকে বরখাস্ত করে তাঁর জায়গায় জার্মান কোচ হানসি ফ্লিককে দায়িত্ব দেওয়ার গুঞ্জন শোনা যায়। ফ্লিকের বিষয়টি নিশ্চিত না করলেও বার্সেলোনা জাভিকে বরখাস্ত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। বার্সার হয়ে কোচ হিসেবে একটি লা লিগা এবং একটি সুপার কাপের শিরোপা জিতেছেন জাভি। বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে জাভির আর কোচ হিসেবে না থাকার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। এই বৈঠকে জাভি ছাড়াও বার্সেলোনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বার্সেলোনা জাভিকে কোচ হিসেবে তাঁর কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক হিসেবে অনবদ্য ক্যারিয়ারের জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে ভালো কিছুর জন্য জাভির জন্য শুভকামনা রইল।’

আগামী রোববার সেভিয়ার বিপক্ষে শেষ লিগ ম্যাচে জাভি

শেষবারের মতো বার্সার ডাগআউটে দাঁড়াবেন বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। এ ছাড়া আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বার্সেলোনার নতুন কোচের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার কথাও বলেছে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি।

জানুয়ারি মাসে অল্প সময়ের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা হারানোর পাশাপাশি কোপা দেল রে থেকেও বিদায় নেয় বার্সা। লা লিগায়ও সেই সময় বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তারা। ২১ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল জাভির দল। এমন পরিস্থিতিতে ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারার পরই জাভি ঘোষণা দিয়েছিলেন, মৌসুম শেষে বিদায় নেবেন ক্যাম্প ন্যু থেকে।

সে সময় চাকির ছাড়ার ঘোষণায় জাভি বলেছিলেন, ‘আমি ৩০ জুন চলে যাচ্ছি। সভাপতি এবং স্টাফদের সঙ্গে মিলেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একজন বার্সেলোনা-সমর্থক হিসেবে ক্লাবের ভালোর জন্যই আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, ক্লাবের সবদিক দিয়েই পরিবর্তন দরকার। কেউ আমাকে বলেছিল, বার্সার স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন হতে। কিন্তু এটা অসম্ভব। বার্সায় এটা কখনো হবে না।’

কিন্তু জাভির বিদায় ঘোষণা যেন বদলে দেয় বার্সাকে। এরপর টানা কিছু ম্যাচ জেতে কাতালান ক্লাবটি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগেও দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে শেষ আটে ওঠে। এর মধ্যে জাভির থেকে যাওয়া নিয়ে বেশি কিছু খবর সামনে আসে। এপ্রিলের শেষ দিকে ‘বার্সায় অপূর্ণ কাজ শেষ করে যাওয়ার’ কথা বলে নিজের সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানিয়েছিলেন জাভি।

কিন্তু নাটকের শেষ সেখানেই হয়নি। বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যা এবং মনের মতো দল গঠন করার জন্য সেটা একটা বড় বাধা নিয়ে কথা বলায় বার্সার বোর্ড কর্মকর্তারা চটে যান জাভির ওপর। তাঁরা লাপোর্তাকে চাপ দিতে থাকেন, জাভিকে যেন ছাঁটাই করা হয়। অবশেষে সেটাই হয়েছে।

পাকিস্তানের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ১৫ সদস্যের এই দলে নেই কোনো চমক। যথারীতি বাবর আজমের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। দলে আছেন অবসর ভেঙে ফেরা মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম।

এর আগে ২ মে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। এক

বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি তখন জানিয়েছিল, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে।

১৮ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়া তিনজন হাসান আলী, মোহাম্মদ ইরফান ও আগা সালমান। এর মধ্যে হাসানকে গত ২২ মে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাইম আইয়ুব, আব্বাস আফ্রিদি, উসমান খান, আজম খান, আবরার আহমেদ-এই পাঁচজন এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। ২০১৬ সালের পর আমির এই প্রথম আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন। ইমাদ সর্বশেষ খেলেছেন ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। দলের বাকি ৮ জন সর্বশেষ ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলেও ছিলেন।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তানের অন্য তিন প্রতিপক্ষ ভারত, কানাডা ও আয়ারল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল

বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, ইফতিখার আহমেদ, উসমান খান, আজম খান, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, হারিস রউফ, আব্বাস আফ্রিদি, আবরার আহমেদ।

ভারতের কোচ হতে সাবেক কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে বলা হয়নি: বিসিসিআই সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার কোনো সাবেক ক্রিকেটারের সঙ্গে ভারত দলের প্রধান কোচ হওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেক্রেটারি জয় শাহ। সম্প্রতি রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার কথা জানান। রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি একজন ভারতীয় হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর চুক্তি নবায়ন করবেন না বলে বিসিসিআইকে জানিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়। এরপর প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে। স্টিভেন ফ্লেমিং, পন্টিং, ল্যাঙ্গারের সঙ্গে আলোচনায় আছে গৌতম গম্ভীরের নামও। সম্প্রতি পন্টিং ও ল্যাঙ্গার বলেছেন, তারা ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না।

তবে তাঁদের সে দাবিকে একটি বিবৃতিতে নাকচ করে দিয়েছেন জয়, এমন জানিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই। তিনি বলেছেন, ‘আমি বা বিসিসিআই সাবেক কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের সঙ্গে কোচিংয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনো যোগাযোগ করিনি। কিছু সংবাদমাধ্যমে যেসব প্রতিবেদন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল।’

পন্টিং সম্প্রতি আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমি এমন অনেক

সংবাদ দেখেছি। সাধারণত এমন কিছু আপনি জানার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসে। তবে আইপিএলে কিছু মুখে মুখি আলোচনা হয়েছে। আমি আগ্রহী কি না, সেটি জানার পর্যায়েই ছিল এসব।’

এ ব্যাপারে নিজের ছেলেকে জানানোর পর সেও বেশ আগ্রহ নিয়ে বাবাকে দায়িত্বটি নিতে বলেছিল বলেও জানান তবে পন্টিং। তবে আপাতত তাঁর নির্দিষ্ট জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে খাপ খাবে না বলে এ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ।

অন্যদিকে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের প্রধান কোচ ল্যাঙ্গার বলেছেন, এ মুহূর্তে এ চাকরি তাঁর জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে লোকেশ রাহুলের পরামর্শও তাঁর কাজে লেগেছে বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ, ‘আমি কেএল রাহুলের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আর সে বলল, যদি তুমি ভেবে থাকো আইপিএল দলে চাপ ও রাজনীতি আছে, তাহলে সেটিকে হাজার দিয়ে গুণ করো। (সেটিই) ভারতকে কোচিং করানো। আমার মনে হয় ভালো পরামর্শ ছিল এটা।

তবে জয় কার্যত সে সব অস্বীকার করে বলেছেন, ‘আমাদের জাতীয় দলের জন্য সঠিক কোচ খুঁজে পাওয়াটা একটি সতর্ক ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমরা এমন ব্যক্তির ওপর নজর রাখছি, যে ভারতীয় ক্রিকেট কাঠামো সম্বন্ধে গভীর ধারণা রাখে এবং এ কাঠামোর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে।’

সে জন্য ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে বলেও জানিয়েছেন বিসিসিআই সেক্রেটারি। তাঁর মতে, এটি ভারত দলকে সত্যিকার অর্থে পরের ধাপে নিয়ে যাবে। ভারতের ক্রিকেট কোচের পদকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলেও মনে করেন তিনি, ‘আমরা যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কথা বলছি, তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কোনো পদ নেই। ভারত দলের বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বড় সমর্থকগোষ্ঠী আছে, অতুলনীয় সমর্থন পায়। আমাদের ইতিহাস, আবেগের কারণে এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চাকরি।’

ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে ‘উদ্বেগের কিছুই নেই’, দরকার ‘ভালোবাসা ও আলিঙ্গন’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ ইনিংসে ৫২ রান (এর মধ্যে এক ইনিংসেই ২৮), গড় ৫.৭৭! যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই এমন পরিসংখ্যান মোটেও সুবিধার নয়। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএলে এমন পরিস্থিতি গেলেও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু হয়নি বলে মনে করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক টিম পেইন। একই কথা বলেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া ব্যাটসম্যান ক্যালাম ফার্গুসনও।

আইপিএলের প্লে অফে এলিমিনেটর ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হওয়াটাই যেন ফুটিয়ে তুলেছে;মৌসুমটা কেমন গেছে ম্যাক্সওয়েলের। আইপিএলে কমপক্ষে ৯ ইনিংস ব্যাটিং করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক মৌসুমে ম্যাক্সওয়েলের (৫.৭৭) চেয়ে কম গড়ের রেকর্ড এখন শুধু সুনীল নারাইন (২০২৩) ও ড্যানিয়েল স্যামসের। তবে দুজনই মূলত বোলার হিসেবে লোয়ার অর্ডারেই বেশির ভাগ ম্যাচ খেলেছিলেন।

অন্য সময় হলে এমন একটা আইপিএলের পর দেশে ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেতেন ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু দুয়ারে যখন বিশ্বকাপ, তখন অস্ট্রেলিয়া দলের চিন্তা বাড়ারই কথা। বিশেষ করে কন্ডিশন যেমন হবে মনে করা হচ্ছে, তাতে মাঝের ওভারগুলোতে স্পিনের বিপক্ষে মিডল অর্ডারের অস্ট্রেলিয়ার বড় দায়িত্ব নিতে হবে ম্যাক্সওয়েলকেই।

পেইন অবশ্য ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে চিন্তার কিছু দেখছেন না। ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট শো-তে তিনি বলেছেন, ‘একেবারেই উদ্বিগ্ন না আসলে। আইপিএল শেষ তার জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আশা করি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে তরতাজা হতে পারবে। তার এখন ভালোবাসা দরকার, আলিঙ্গন দরকার। আমার মনে হয় না উদ্বেগের কিছু আছে। আইপিএলটা ভালো যায়নি। তবে বিশ্বকাপে এর প্রভাব পড়বে না।’

ম্যাক্সওয়েলের ফিরে আসার গল্প অবশ্য নতুন নয় মোটেও। সর্বশেষ বিশ্বকাপেও গলফ কার্ট থেকে পড়ে গিয়ে কনকাশনে পড়েছিলেন, এরপর ফিরে এসে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলেন ওয়ানডে ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা ইনিংস। পেইন বলেছেন, ‘আমরা জানি সে ম্যাচজয়ী খেলোয়াড়। তাকে এখন চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। সে উচ্চঝুঁকি আর বড় পুরস্কারদ ধরনের খেলোয়াড়। সে অধারাবাহিক হতে পারে, তবে নিজের সেরাটা দিতে পারলে আমাদের বিশ্বকাপ জেতাতে পারবে।’

আইপিএলের মাঝপথেই নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে ইংলিশ ব্যাটসম্যান উইল জ্যাকস

ফিরে না গেলে হয়তো একাদশেই ফিরতেন না। মনে হতেই পারে, এখন বিরতি দরকার ম্যাক্সওয়েলের। কিন্তু ফার্গুসন বলছেন, ম্যাক্সওয়েল বড় টুর্নামেন্টে পারফর্ম করতে জানেন। আর তাঁর এ ব্যাপারটি জানে অস্ট্রেলিয়াও। ফার্গুসনের মতে, ‘আমার মনে হয় না তারা খুব একটা উদ্বিগ্ন হবে। বড় টুর্নামেন্টে তার ভূমিকাটা তারা জানে, তাদের জন্য সে কী করতে পারে সেটি জানে। এখন তার নতুন করে শুরু করার বড় সুযোগ তার। আমি আশা করছি সে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। আইপিএলে তাকে দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়েছে, যেটি ঠিক ম্যাক্সির (ম্যাক্সওয়েল) সঙ্গে যায় না।’ ম্যাক্সওয়েল ঘুরে দাঁড়াবেন, এমন আশা প্রকাশ করেছেন তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও, ‘ম্যাক্সির মৌসুমটা কঠিন গেছে একেবারেই। আমরা জানি সে কেমন অবদান রাখতে পারে। সত্যিই কঠিন একটা সময় গেছে। (তবে) দারুণ দুটি বছর কাটিয়েছে সে। সবার কাছেই (তাই) এটি বিস্ময় হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি তাকে সত্যিই শুভকামনা জানাই। সে এখন বিশ্বকাপে যাবে। সে কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না, এমন কোনো কারণ দেখি না। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফর্ম ফিরে পাবে, এমনটি না হওয়ার কারণ নেই। আমি সেটি দেখতে মুখিয়ে আছি।’

ব্যাটসম্যান ম্যাক্সওয়েলের সময়টা ভালো না গেলেও বোলার ম্যাক্সওয়েল খারাপ করেননি। ৮.০৬ ইকোনোমি রেটে বোলিং করে ৬ উইকেট নিয়েছেন। বিশ্বকাপেও ম্যাক্সওয়েলকে অ্যাডাম জাম্পার পর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় স্পিনারের ভূমিকা নিতে হতে পারে। তাঁর বোলিংটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ, ‘তার বোলিংটা উল্লেখ করার মতো। যদিও ব্যাটিংটা একেবারেই খারাপ ছিল।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**